হা ফি জে র ক বি তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবু সয়ীদ আইয়ুব
শ্রদ্ধাস্পদেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদ প্রসঙ্গে

আনুমানিক সাড়ে ছ'শো বছর আগে কবি হাফিজের জন্ম। পারস্যের সিরাজ শহরে জন্মেছেন ব'লে তার দীর্ঘ নামের সঙ্গে 'সিরাজী' কথাটা যুক্ত। এই শহরের প্রতি ভালোবাসা তাঁর বহু কবিতায় ব্যক্ত। কোরান তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল; মুসলিম পুঁথি-পুরাণেও তাঁর ছিল রীতিমত দখল। স্বভাবদত্ত কবিক্ষমতাকে তিনি কষ্টার্জিত জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

তাঁর আর্থিক অবস্থা খুব সুবিধের ছিল না; এমনকি সময়বিশেষে পয়সার জন্যে অন্যের পুঁথিও তাঁকে নকল করতে হয়েছে। রাজারাজড়া আমির-ওমরাহদের দানখয়রাত তাঁর ভাগ্যে বেশি না জোটার বড় কারণ হল, সে সময়টা খুব সুস্থির ছিল না; রাজারাজড়াদের কেউই হাফিজের জীবনকালে গুছিয়ে রাজত্ব করতে পারে নি। একটা না একটা উপদ্রব লেগেই থাকত।

তবে বেঁচে থেকেই তিনি হয়েছিলেন প্রভূত যশের অধিকারী। হাফিজ বছর সত্তর বয়সে সিরাজ শহরেই মারা যান। তাঁর জীবন সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, তাও পুরোপুরি প্রামাণ্য নয়। কারো কারো লেখায় জানা যায়, তিনি নাকি ভারতে আসবেন ব'লে মনস্থ করেছিলেন। তৈমুর লঙ্গের সঙ্গে নাকি তাঁর একবার কথা কাটাকাটি হয়েছিল।

হাফিজের একটি কবিতায় ভারত আর বাংলার উল্লেখ মেলে: 'দূর ভারতের শর্করাপ্রিয় তোতা পাখি', 'রূপসী বাংলায় আনা পারসী মিঠাই'। আর সেইসঙ্গে উল্লিখিত গিয়াসুদ্দিনকে তৎকালীন বঙ্গাধিপতি ব'লে মনে করা হয়, যাঁকে দেখবার জন্যে হাফিজ ছিলেন খুবই উৎকণ্ঠিত।

হাফিজের কবিতার বই প্রথম ছাপা হয় কলকাতায়। ১৭৯১ সালে। হাফিজের কবিতার প্রথম মুদ্রণের দ্বিশতবর্ষ পূর্ণ হতে বেশি দেরি নেই। কলকাতা সেদিক থেকে ভাগ্যবান।

॥ ২ ॥

হাফিজের সময়টা ছিল খুব কঠিন। সারা পারস্যে কেবল মারামারি আর হানাহানি। কাটা পড়ছে আজ এ-রাজা কাল সে-রাজার মুণ্ডু; মাটিতে মিশিয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে গদিতে বসবে এই নিয়ে চলেছে লড়াই। মাঝে মাঝে হাফিজ হাঁফিয়ে উঠতেন : উন্মত্ত এই ভূমণ্ডলে এ কোন্ নৈরাজ্য ? দিগন্ত ভ'রে উঠেছে যে শুধু বাদবিসংবাদ আর রাষ্ট্রদ্রোহে !

কিন্তু তারপরই তিনি আবার আত্মস্থ হয়েছেন। এ সবের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি খুঁজেছেন এর মধ্যেকার অন্তর্লীন ঐক্য, জগতের অর্থ আর অভিপ্রায়। আবর্তের মধ্যে খুঁজেছেন অচঞ্চল নাভিপদ্ম।

হাফিজের কবিতায় স্তবস্তুতি বিরল ; অতিশয়োক্তি নেই। ক্ষমতাবানদের ন্যায্য প্রশংসা করলেও, তাতে মাত্রাতিরিক্ত খোশামুদি নেই। কখনও কখনও তাদের এ কথা মনে করিয়ে দিতে ভোলেন নি যে, নিয়তির চোখে ছোট বড় ব'লে কিছু নেই— রাজা আর ফকির সমানভাবে দোষের জন্যে সাজা আর গুণের জন্যে পুরস্কার পাবে।

হাফিজের অন্বিষ্ট ছিল—সত্য, সততা আর ঐক্য ; তাঁর চক্ষুশূল ছিল—সংঘাত আর বিসংবাদ। তুচ্ছ বিষয়ে কলহ আর মতবিরোধে হাফিজ দুঃখ পেতেন। কপট সাধুদের মিথ্যাচার আর প্রতারণার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। যেসব ভণ্ড সুফী লোটাকম্বল নিয়ে ফকির সাজে কিন্তু ভেতরে ভেতরে পাকা সংসারী, নিজে সুফী হয়েও, হাফিজ তাদের সমানে ঠুকেছেন।

হাফিজের বলবার নিজস্ব ধরন আছে। যে রীতিগুলোকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন, তার মধ্যে : দ্ব্যর্থকতা, পাশাপাশি সমান্তরাল প্রয়োগ, অনুপ্রাস, উপমা, রূপক ইত্যাদি। তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন দ্ব্যর্থকতার ওপর।

অনেক প্রচলিত উপমাও তিনি ব্যবহার করেছেন। যেমন : চুলের সঙ্গে নাস্তিকতা, শিকল, ফাঁদ, জাল, সাপের ; ভুরুর সঙ্গে ধনুকের ; দেহযষ্টির সঙ্গে সাইপ্রেস বা সরু ঝাউয়ের ; মুখের সঙ্গে বাতি, গোলাপ, চাঁদের ; হামুখের সঙ্গে গোলাপকাল আর পেস্তার। প্রথাদোষে দুষ্ট হয়েও হাফিজের হাতে এ সব শব্দ তাদের স্বভাবগুণ হারায় নি। সেই সঙ্গে হাফিজ তাঁর রচনায় সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন লোকশ্রুতি আর লৌকিক প্রবাদ।

॥ ৩ ॥

গজলের জন্যেই হাফিজের এত নামডাক। আকারে ছোট এবং গীতোপযোগী ; বিষয় প্রেম আর মদিরা—গজল এই ভাবেই শুরু হয়েছিল। হাফিজের আগে সাদীর হাতে গজল পেয়েছিল তার প্রায় নিখুঁত পরিণত রূপ। হাফিজ তাকে নিজের ছাঁচে গ'ড়ে নিয়ে প্রায় অসাধ্য সাধন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাফিজের কাব্যসৃষ্টিকে তিন পর্বে ভাগ করা হয়।

আদি পর্বের বৈশিষ্ট্য হল: আগাগোড়া এক আর অভিন্ন প্রসঙ্গ; কবির আত্মতৃপ্ত না হওয়া অবধি তার বিস্তার। দ্বিতীয়ত, দার্শনিক তত্ত্বের অভাব। তৃতীয়ত, বস্তু শুধুই বস্তু; কোনো কিছুর প্রতীক নয়। শুধুই নরনারীর প্রেম, দ্রাক্ষা থেকে নিষ্কাশিত নিছক রক্তবর্ণ মদ।

মধ্য পর্বে শব্দ আর অর্থের অভিব্যক্তিতে দুটি বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে। হাফিজের আগে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের গজলে এক বারে একটাই প্রসঙ্গ আসত। তাকে টেনে বড় করা হত নিছক কারিকুরি দিয়ে। কালোয়াতির মারপ্যাঁচে আসল কথাটা চাপা পড়ে যেত।

হাফিজ তাঁর কাব্যপ্রকরণে আনলেন প্রসঙ্গের ভিন্নতা। একই গজলে দুই বা তদধিক প্রসঙ্গ এল, অথচ গজলের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রইল। আপাতবিষম প্রসঙ্গ জুড়ে এক অপূর্ব সামঞ্জস্যে পৌঁছুনো—গজলে এ জিনিস হাফিজের আগে ছিল না। কোনো প্রসঙ্গ পুরোপুরি আনারও দরকার নেই। খণ্ডভাবে আনলেও তা সমগ্রের অঙ্গীভূত হবে। অভ্যস্ত শ্রোতাদের স্মৃতিতে বহুশ্রুত ফারসী কবিতার সঞ্চিত ভাণ্ডার থাকায় হাফিজের এই নতুন রীতির গজল রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটায় নি। ল্যাজ টানতেই মাথা এসে গেছে। এই আনুকূল্যের ফলে, হাফিজ তাঁর কিছু নতুন কথাও সেই 'সোনার তরী'তে স্বচ্ছন্দে চাপিয়ে দিতে পারলেন।

হাফিজ যুক্তির বদলে বরণ করেছিলেন প্রেমের পথ। তাঁর কাছে জীবন ছিল এমন রহস্য যা ভেদ করা যায় না। মতের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সুফী। কিন্তু দর্শন বা ঈশ্বরতত্ত্ব, মসজিদ বা মঠ, শ্রুতিস্মৃতি বা আচারবিচার—এ সবের ধার দিয়ে তিনি যান নি। 'আমিই সেই সত্য' ব'লে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করা মনসুর আল-হল্লাজের প্রতি হাফিজ প্রকাশ্যেই সমর্থন জানিয়েছিলেন। তেমন ভণ্ড সুফীদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতেও তিনি ভয় পান নি। সর্বভূতে নিজেকে তিনি মিলিয়ে দিতে পেরেছেন।

হাফিজের শেষ জীবনের রচনায় এসেছে আরও বেশি দার্ঢ্য; কম কথায় ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। বাইরেটা আরও বেশি সহজ, কিন্তু ভেতরে পাক দেওয়া গভীর দহ।

সবশেষে অনুবাদক হিসেবে কয়েকটা কথা বলবার আছে।

আমি ফারসী জানি না। যিনি মূলের প্রতিটি শব্দ ধ'রে ধ'রে বুঝিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে হাফিজের পদানুসরণে আমাকে সাহায্য করেছেন, এক্ষেত্রে আমার সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধের নড়ি শ্রীযুক্ত রেওতীলাল শাহকে অশেষ ধন্যবাদ জানালেও তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ফুরোবে না। রেওতীলাল কলকাতাবাসী রাজস্থানী। উর্দু আর ফারসী, দুটোতেই তাঁর ভালো দখল। যোগ্যতায় ইলেকট্রনিক্স্ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাস্টার ডিগ্রির অধিকারী। জীবিকায় ব্যবসায়ী। দিনের পর দিন জীবিকার কাজ ফেলে সাহিত্যের প্রতি ভালবাসার বশে আমাকে তিনি যেভাবে এ কাজে তাঁর মূল্যবান সময় দিয়েছেন, তাতে তাঁর কাছে আমি চিরঋণী থাকলাম।

অনুবাদে আমি হাফিজের যথাসম্ভব অনুগত থাকার চেষ্টা করেছি। কোথাও কোথাও আমার বোঝার ভুল হয়ে থাকতে পারে। রসের দৃষ্টিতে যাঁরা এই ভুল ধরিয়ে দেবেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

কিছু পাঠকের আগ্রহে হাফিজ-এর মূল কবিতাগুলি বাংলা হরফে শেষাংশে দেওয়া হল। বাংলা পাঠান্তরে হরফের সীমাবদ্ধতায় সব ক্ষেত্রে যথাযথ উচ্চারণ নির্দেশ সম্ভব হয় নি ব'লে আগে থেকে মার্জনা চেয়ে রাখছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবেদন

যাঁরা ফারসী মূলের সঙ্গে পরিচিত হতে চাইবেন, তাঁদের জন্যে বাংলা অক্ষরে কবিতাগুলি অনুবাদের ক্রম অনুযায়ী গ্রন্থশেষে দেওয়া হল। এক লিপি থেকে অন্য লিপিতে ঠাঁইনাড়া করতে গিয়ে কিছু কিছু অক্ষরে বিশেষ বিশেষ ধ্বনি আরোপ করতে হয়েছে :

জ-র উচ্চারণ যেখানে জেড-এর মত, সেখানে 'য'; ব-র উচ্চারণ যেখানে ডবলিউ-এর মত, সেখানে ছোট 'ব'; ইঅ-র উচ্চারণের জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে 'য়' (যেমন য়ার=ইয়ার)। এ সত্ত্বেও আমার অজ্ঞতাবশত ভাষাগত কিছু ভুল হয়ত থাকবে।

এ কাজেও আমার বন্ধু রেওতীলাল শাহ আমাকে নিঃস্বার্থভাবে যা সাহায্য করেছেন তাতে তাঁর কাছে আমার ঋণ শোধ হওয়ার নয়।

সু. মু.

পুঃ লজ্জার সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এ-বই বার হতে আমারই দোষে বেশ দেরি হয়ে গেল—যদিও উৎসর্গপত্রটি লেখা হয়েছিল প্রায় এক বছর আগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেম সহজ না

এসো সাকি, এসো, রেখো না বসিয়ে
হাতে হাতে দাও ভর্তি পেয়ালা ;
আগে ভাবতাম প্রেম কী সহজ,
আজ দেখি তাতে কী বিষম জ্বালা।

খোঁপা থেকে মৃগনাভির সুরভি
ভেসে এসেছিল ভোরের হাওয়ায়
চম্‌কানো তার চূর্ণ অলক
হৃদয়ে রক্তগঙ্গা বহায়।

প্রাণবঁধুয়ার পান্থশালায়
এ সুখশান্তি ক'দিনের বলো !
দিনরাত খালি বাজছে ঘণ্টা :
'গোটাও তোমার পাততাড়ি, চলো !'

কী ঘোর রাত্রি, কী ভীষণ ঢেউ,
রসাতলে-টানা ঘূর্ণী এমন—
কী ক'রে জানবে শুক্‌নো ডাঙায়
ঝাড়া হাত-পায় যে করে ভ্রমণ !

বুড়ো মাজি বলে, নমাজ পড়ার
আসনে ছুটুক মদের ফোয়ারা ;
সদ্‌গুরু নয় অজ্ঞ, সে জানে
সঠিক লক্ষ্যে চলবার ধারা।

মাজি—ইংরিজি 'ম্যাজি'। যাজক সম্প্রদায়, জাদুকরও বটে। যা থেকে 'ম্যাজিক'। পুরনো ফার্সীতে 'মগুস'। ইরাণীতে মগু। বাংলায় 'মাজী' পদবী আছে। সংস্কৃত 'মায়া'র সঙ্গে 'ম্যাজিকে'র মিল থাকা সম্ভব।—অনুবাদক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিণামে রটে নিন্দে, কারণ
যা করেছি শুধু নিজেরই জন্যে ;
সে রহস্য থাকে গোপন কিভাবে
জানাজানি হলে এ জনারণ্যে !

হাফিজ, চাও কি তার দর্শন ?
ক'রো না নিজেকে আড়াল তাহলে ;
দেখা দিলে প্রিয়া, এই জগৎটা
ভুলে যেয়ো তুমি, ছেড়ে যেয়ো চ'লে ॥

কোথায়

ওদিকে রয়েছে পুণ্যকর্ম
এদিকে রয়েছি আমি দুরাচার ;
চেয়ে দেখ, এই দুইয়ের মধ্যে
রচে ব্যবধান অকূলপাথার ।

মঠমন্দির নামাবলীভেখ
ওতে মন নেই, ছেড়েছি ওসব ;
কোথা কোণার্ক, কোথা সদ্‌গুরু
কোথায় মিলবে শুদ্ধ আসব ?

সংযম আর সৎকর্মের
সঙ্গে কী যোগ মদ্যপানের ?
উপদেশ-কথামৃতের সঙ্গে
আওয়াজে কী মিল থাকবে গানের ?

চোখে যদি ভাসে বন্ধুর মুখ
তবে কোন্ ভাব হবে শত্রুর ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথাও হয়ত জ্বলছে না বাতি,
কোথাও আবার ঠা-ঠা রোদ্দুর।

যেখানে তোমার দেহলির ধুলো
আমার আঁখিতে কাজল পরায়,
ব'লে দাও প্রভু, অন্য কোথায়
চ'লে যেতে হবে ছেড়ে এই ঠাঁই।

আপেলের মত প্রিয়ার চিবুক
তার মাঝে এক কুয়ো আছে জেগে ;
মন, তুমি এই সব কিছু ছেড়ে
কোথায় চলেছ হন্ হন্ বেগে !

আমরা যে মিলেছিলাম একদা
সে সুখস্মৃতির হল অবসান ;
কী ক'রে আপনি মিলাল সে সব
সে মোহিনী মায়া, সেই অভিমান !

বন্ধু আমার, হাফিজের কাছে
সুখ বা স্বস্তি ক'রো না কো আশা ;
জানে না সে কাকে বলে তিতিক্ষা,
শান্তি কোথায় ? তার জিজ্ঞাসা ॥

স্বর্গে যা নেই

গালে-কাল্লো-তিল সেই সুন্দরী
স্বহস্তে ছুঁলে হৃদয় আমার,
বোখারা তো ছার, সমরখন্দ্‌ও
খুশি হয়ে তাকে দেব উপহার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বর্গে যা নেই, আমি যেন পাই
হে সাকি, বানাও এমন বিধান,
রুকনাবাদের নদীর কিনার,
মুসল্লার সে ফুলের বাগান।

খণ্ডিত এই প্রেম দিয়ে আমি
পারি না বাঁধতে সে অপরূপাকে ;
রং তিল চুল—কিছুই কিছু না
যদি লাবণ্য চোখেমুখে থাকে।

দিনে দিনে ইউসুফের যে রূপ
বাড়ছে চন্দ্রকলার সমান
সতীসাধ্বীর পর্দা সরিয়ে
জুলেখাকে দেবে সবলে সে টান।

গানে আর মদে জমাও আড্ডা
ভবরহস্য হাত্‌ড়ে কী লাভ ?
বুদ্ধির পথে চললে কখনও
পাবে না কেউ এ ধাঁধার জবাব।

কান দাও, প্রিয়া, আমার কথায় :
ঘা দিয়ে যতই শেখাক জীবন,
নওজোয়ানেরা জানে, তার চেয়ে
ঢের বেশি দামী প্রাজ্ঞবচন।

আকথা-কুকথা বলেছ অনেক
তবু কোনো ক্ষোভ রাখি নি কো প্রাণে ;

হাফিজের জন্মভূমি শিরাজ শহরে ছিল রুকনাবাদ নদী আর মুসল্লার গোলাপবাগ।
ইউসুফ আর পতিফার-জায়া জুলেখার কোরান-বর্ণিত প্রেমকাহিনী ফারসী কবিদের জনপ্রিয় প্রতীক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি ঠিকই বলো : বিম্বাধরের
কটু কথাটাও মিঠে লাগে কানে।

বানিয়েছ তুমি এমন গজল
কথা দিয়ে গাঁথা মুক্তোর হার,
হাফিজ, তোমার ছত্রে ছত্রে
যেন ঝিকিমিকি তারার বাহার ॥

সুবাতাস

হে বাতাস, যাও সেই অপরূপ
হরিণকে বলো মধুর ভাষায় :
'তোমারই জন্যে নির্জন মাঠে
পাহাড়ে পাহাড়ে নিত্য বেড়াই—

'রূপের রাজ্যে তুমি শাহানৃশা
এ জগতে জানি তুমিই পরম ;
তোমার মনের এককোণে ঠাঁই
প্রার্থনা করে এ দীন অধম।'

শতায়ু হোক সে ! যে মিঠাইঅলা
বাড়ি বাড়ি ফেরী করে মধুরতা ;
কেন এতটুকু ভেঙে দেয় না সে—
মিষ্টি যে এত ভালবাসে তোতা !

হে গোলাপ, তুমি রূপবতী ব'লে
পড়ে না গর্বে পা বুঝি মাটিতে,
প্রেমে পাগল যে বুলবুল, কই,
দেখি না তো তার কোনো খোঁজ নিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত সুন্দর তোমার আদব
জালে আটকাবে বিজ্ঞ যে কেউ,
কিন্তু চতুর পাখি পা দেবে না
ফাঁদে যদি দানা ছড়ানো থাকেও।

দুটি কালো চোখ, চন্দ্রবদন,
দেহযষ্টির অপূর্ব ঢং ;
বুঝতে পারি না তবু কী কারণে
ফোটে নি কো তাতে প্রণয়ের রং।

তার মুখ হত অনিন্দনীয়
কেবল একটি তিল থেকে গেলে
সে-শুভচিহ্নে বোঝা যেত ঠিক
একনিষ্ঠতা তার কাছে মেলে।

যখন বন্ধুবান্ধব নিয়ে
বসবে জমাট আড্ডা মদের
যেন মনে পড়ে শুধু একবার
ছন্নছাড়া এ ভবঘুরেদের।

যদি হাফিজের একটি গজল
নিয়ে শুকতারা আশমানে মাতে,
যদি নাচে যীশুখ্রীস্ট সে সুরে
আশ্চর্যের কী রয়েছে তাতে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বসন্তে

বাগানে-বাগানে বনে-উপবনে
নওজোয়ানের কাল এসে গেছে ;
পেল সুকণ্ঠ বুলবুল আজ
সেই সুখবর গোলাপের কাছে।

বাগানের যৌবন গায়ে মেখে,
হে বাতাস, গেলে এই পথ দিয়ে
ঘাস, সরুঝাউ, গোলাপের কাছে
আদাব আমার দিও পৌঁছিয়ে।

যেসব মানুষ মাতালকে দেখে
পরিহাস করে, মাতে নিন্দায়—
ভয় হয়, তারা খুইয়ে ধর্ম
শুঁড়ির পসার বাড়িয়ে না দেয়।

ঈশ্বরে মতি রয়েছে যাদের
তাদের সঙ্গে তুমি ভাব রাখো ;
তুফানে নোয়া-র নৌকোর মাটি
একবিন্দুও ভয় করে না কো।

আকাশের আস্তানা থেকে নামো ;
দেখো, যেন ভিখ্ মেগো না কো রুটি—
তাহলে সে লোভী নিষ্ঠুর হাতে
টিপে ধরবেই অতিথির টুঁটি।

সরাইখানার লালছেলে যদি
এইভাবে তার রূপ মেলে ধরে,

সরুঝাউ—সাইপ্রেস গাছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুরু দিয়ে বেঁধে নেবো ফুলঝাড়ু
যাতে কোনো ধুলো না থাকে এ ঘরে

অস্তিত্বের একবিন্দুও
ধরা পড়বে না তোমার চিত্তে,
যদি তুমি এই কর্মজগতে
ঘুরে মরো শুধু একই বৃত্তে।

একটি রাতের এ পান্থশালা
পরিণামে হবে দুমুঠো ভস্ম,
কী লাভ তেমন ইমারত তুলে
মাথা করে যার গগন স্পর্শ!

বুঝি না কেন যে ও-কেশগুচ্ছে
এত অযত্ন, এত অবহেলা—
কস্তুরীমাখা চূর্ণ অলক
আলুথালু হয়ে থাকে সারাবেলা!

জেনো, মুক্তির নিজবাসভূমি,
একা এককোণে শান্তির ঠাঁই,
এই দৌলত অসিবলে কাড়ে
হায় রে, জগতে সে রাজা কোথায়!

খেয়ে যাও তুমি শরাব, হাফিজ
নেশা ক'রে বুঁদ হও, সুখে থাকো।
অন্যের দেখাদেখি কোরানকে
ফাঁদে ফেলবার কল ক'রো না কো॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মলোক

নড়বড়ে ভিতে দাঁড় করানো এ
আশার মিনার ; তুমি এসে যাও।
ভর ক'রে আছে জীবন শূন্যে—
আনো গো শরাব, পেয়ালা সাজাও।

এখানে এ নীল আকাশের নিচে
আছে যার এতখানি হিম্মত,
যাকে ছোঁয় না কো কোনো আসক্তি—
তাকে দিই লিখে গোলামির খৎ।

কাল রাত্তিরে শরাবখানায়,
আমার তখন মত্তাবস্থা,
অন্য জগৎ থেকে এই কথা
এসে ব'লে গেল এক ফেরেস্তা—

'হে দূরদর্শী শাহবাজ, যার
থাকার জায়গা সপ্তস্বর্গ,
কর্মলোকের এককোণে ছোট
নীড় নয় তার থাকার যোগ্য।

'ঊর্ধ্বলোকের কার্নিশ থেকে
শুনছ কি ভেসে আসছে সওয়াল—
বলো, কোন্ দুর্বোধ্য কারণে
তোমাকে আটক করেছে এ জাল ?

'বলব তোমাকে যা বলেছিলেন
আমাকে তত্ত্বজ্ঞানী একজন ;
ভুলো না সে বাণী, ক'রো বরাবর
অক্ষরে অক্ষরে তা পালন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যা পেয়েছ, হও তাতেই তুষ্ট ;
ফুটিয়ে তুলো না ভ্রূভঙ্গে খেদ,
তোমার আমার নেই কোনো হক,
রুদ্ধ দুয়োরে প্রবেশনিষেধ।'

পার্থিব ক্লেশে থেকো অবিচল,
ভুলো না আমার সৎ উপদেশ ;
প্রেমের কথায় একদা আমায়
এক ভবঘুরে বলেছিল বেশ—

'এ ধরাধামের ভিৎটাই কাঁচা
ভেবো না সে কথা দিয়ে কথা রাখে
জরদ্‌গব এ বুড়িটা নাচায়
হাজারটা বর দড়ি দিয়ে নাকে।'

অন্তরে নেই বিশ্বস্ততা
ঠোঁটে যে হাসিই ফোটাক গোলাপ ;
ভগ্নহৃদয়ে কাঁদে বুলবুল
হায় রে, এখানে শুধুই বিলাপ।

অপটু কবিরা, হাফিজকে দেখে
কেন ঈর্ষ্যায় হচ্ছ কাতর ?
রসবোধ আর রচনাশক্তি
সবার থাকে না, দেন ঈশ্বর ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীর নিশীথে

খুলে গেছে খোঁপা, ঝ'রে পড়ে ঘাম
ঠোঁটে হাসি, মুখে মাতোয়ারা ভাব ;
ছিন্ন পিরান, কণ্ঠে গজল,
দু'হাতে সুরাইভর্তি শরাব—

শেষের সেদিন গভীর নিশীথে
এসে বসেছিল আমার শিয়রে ;
কমল নয়নে আহত দৃষ্টি,
ছিল কিছু ব্যথা তাপিত অধরে।

আমার কানের কাছে মুখ এনে,
অভিমানে গলা কেঁপে যায়, তাও
বলল বঁধুয়া, 'হে প্রিয় আমার,
এ মধুনিশিতে তুমি নিদ্ যাও ?'

বিছানায় শুয়ে মুখের গোড়ায়
এভাবে যে পায় শরাব রাতের,
সে পারে না হতে খাঁটি মদ্যপ
প্রেমের জগতে জেনো সে কাফের।

বলব : 'যা ভাগ !'—যদি দুয়ো দেয়
মদ্যপদের মোল্লাপুরুতে ;
সৃষ্টিকর্তা একটাই বর
ওদের যে দেন সবার শুরুতে।

পেয়ালায় তিনি যাই ঢেলে দেন
গিলে ফেলি এক গণ্ডুষে সব—
হোক্ গে তা পরব্রহ্ম কিংবা
দ্রাক্ষাফলের মজানো আসব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ালার ঠোঁটে মৃদু মৃদু হাসি—
প্রিয়ার চূর্ণ কেশের কলাপ
ভেঙেছে তোবা তো সকলেরই, শেষে
হাফিজেরও হল কথার খেলাপ ॥

দুই-দুয়ারী

বাগানে ফুটেছে রক্তগোলাপ,
মাতোয়ারা হল বুলবুল সব ;
হে সুরাপ্রেমিক, কোথায় তোমরা !
তোলো চারিদিকে আনন্দরব ।

পাথরের মত কঠিন কঠোর
যতই হোক গে ভিত্তি তোবার,
দেখ, কী সহজে কাঁচের গেলাস
করল সে-ভিৎ ভেঙে চুরমার ।

ছেড়ো না কদাচ ন্যায়ের রাস্তা
থাকেও তোমার ডানাপাখা যদি,
আকাশের দিকে ছুটন্ত তীর
মাটিতেই মাথা ঠোকে শেষাবধি ।

ছেড়ে চলে যাওয়া নিয়তি যখন
দুই-দুয়ারী এ পান্থশালায়,
সংসারে কার মোকাম ক'তলা
সে হিসেবে বলো কিবা আসে যায় !

মন থেকে ঝেড়ে ফেলো 'হয়' 'নয়',
থাকো খাসা সদানন্দ চিত্তে ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা কিছু নিখুঁত সুন্দর সব
লীন হয় শেষে অনস্তিত্বে।

আসফের দোর্দণ্ড প্রতাপ,
সে হাওয়াই ঘোড়া, পাখির জবান—
মিলাল হাওয়ায়; ছেড়ে গেল সেও
সর্বেসর্বা যে খানজাহান।

নিয়ে এসো মদ, দু'হাতে বিলাও;
পান যেন রাজা, পায় দ্বারবান।
যে হুঁশিয়ার, যে মাতাল বেহেড
এই মজলিশে সকলে সমান।

হাফিজ, তোমার লেখনীর মুখে
ধ্বনিত হবে কি আশীর্বচন?
হাতে হাতে ফেরে গানের সে ডালি
তুমি দিয়েছ যা উপঢৌকন॥

নাম আছে তাই

গলায় ফুলের মালা, হাতে মদ,
প্রেয়সী এসেছে আমার সকাশ;
এমন মধুর দিনে মনে হয়
রাজাও আমার কাছে ক্রীতদাস।

রাজা সুলেমানের উজীর ছিলেন আসফ; হাওয়া ছিল তাঁর ঘোড়া, তিনি পাখির ভাষা বুঝতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিনতি আমার, মহফিলে আজ
বাতি জ্বালানোটা থাকুক বন্ধ ;
প্রিয়ার মুখচ্ছবিতে দেখ না
জ্বলজ্বল করে পূর্ণচন্দ্র ।

বঁধু হবে ফুলতনু, সরুঝাউ !
দেহটি তোমার আদলে সুঠাম ;
সে কাছে থাকবে, তবেই বৈধ—
না হলে ধর্মে শরাব হারাম ।

সুরেলা বাঁশিতে, তবলার বোলে
কান পেতে রাখি সমস্তক্ষণ ;
চেয়ে চেয়ে দেখি দুটি কালো ঠোঁটে
পানপাত্রের গমনাগমন ।

এই মজলিশে আনতে আমেজ
কেন মিছিমিছি ছড়াবে আতর ?
তোমার চুলের গন্ধে তো দেখি
সব কিছু হয়ে গিয়েছে বিভোর ।

কথাটা যখন ওঠে মিষ্টির
কেন আনো মেওয়া, মণ্ডামিঠাই ?
তোমার ঠোঁটের মিষ্টতা ছাড়া
আমার মাথায় আর কিছু নাই ।

কেলেঙ্কারির কথা যদি বলো,
তাতেই আমার নামডাক এত ;
তোমার সওয়ালে আমার জবাব—
নাম আছে, তাই আমি কুখ্যাত ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যে মাতাল, ছিটগ্রস্ত,
করে ছোঁক ছোঁক বামাচারী চোখ—
মানছি, কিন্তু দেখাও শহরে
আমার মতন নয় কোন্ লোক ?

পূজারীর কাছে কখনও ক'রো না
আমাদের নামে নিন্দেমন্দ ;
কেননা তারাও আমাদেরই মত
সন্ধান করে পরমানন্দ।

ব্যথাবেদনার সঞ্চিত ধন
কবে নিল ঠাঁই হৃদয়ে আমার ?
পান্থশালার এককোণে যেই
পেতেছি আমার নিজ সংসার।

হাফিজ, থেকো না ব'সে তিলার্ধ
মদ ও বধূর সঙ্গবিহীন ;
চেয়ে দেখ, ফোটে যুঁই ও গোলাপ
এসে গেছে রোজা ভাঙবার দিন ॥

পোহালে রজনী

বাগানে সদ্যফোটা গোলাপকে
পোহালে রজনী বলে বুলবুল :
'কী অত ঠেকার ? তোমার মতন
ফুটেছে অমন কত শত ফুল !'

উত্তরে হেসে বলেছে গোলাপ :
'করব না এতে কোনো কটাক্ষ ;

বামাচারী চোখ—নজরবাজ ; মেয়েদের দিকে যার নজর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এও ঠিক, প্রিয় বলে নি প্রিয়াকে
কখনও এমন কঠিন বাক্য।'

রত্নখচিত পেয়ালায় সাধ
হয় যদি লাল মদিরা খাওয়ার,
গেঁথে আনো আঁখিপক্ষ্মে তাহলে
চুনি আর মোতি দিয়ে মণিহার।

প্রলয়ের আগে প্রেমের সুবাস
কেউ যদি তার ঘ্রাণে চায় পেতে,
জেনো, দুই গাল ঘ'ষে তাকে ঝাঁট
দিতে হবে পানশালার মেঝেতে।

ইরমের ফুলবনে কাল রাতে
আকাশবাতাস ছিল আহামরি,
ভোর হতে মৃদুমন্দ হাওয়ায়
খ'সে গেল নীলকান্ত কবরী।

বলি, 'ওহে জামশেদের তখ্‌ত,
কোথা সে বিশ্বদর্শী পেয়ালা?'
বলে সে সখেদে, 'জেগে-ওঠা ধন
অঘোরে এখন ঘুমায়, কী জ্বালা।'

জিহ্বাগ্রে যা নিঃসৃত হয়
তাতে ফোটে না কো প্রেমের স্বরূপ;
হে সাকি, এদিকে বাড়াও শরাব,
আর কথা নয়, একদম চুপ।

ইরমের বাগান—কথিত আছে, এডেনের কাছে, মরুভূমির মধ্যে পিতামহ ইরমের নামে রাজা সাজ্জাদ এই বাগানের পত্তন করেন।

জামশেদ—প্রাচীন পারস্যের রাজা। তাঁর জাদু-পেয়ালায় নাকি বিশ্বসংসারের ছবি ফুটত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধিশুদ্ধি ধৈর্যও তার
অশ্রুধারায় মিলালো সাগরে ;
লুকানো যায় না প্রেমের এ জ্বালা,
হাফিজ পড়েছে বিষম ফাঁপরে ॥

পবনবাহন

পবনবাহন পাখি হুদ্ হুদ্,
শেবা-র মহিষী আছেন যেথায়—
সেইখানে যাও ; যেতে যেতে দেখ
কোথা দিয়ে পথ কোন্‌খানে যায়।

দোহাই, হে মরজগতের পাখি,
বায়ুপথে আমি তোমাকে পাঠাই—
একনিষ্ঠতা রয়েছে যে নীড়ে
এইখান থেকে আর কোনো ঠাঁই।

ভালবাসার যে পথ, সেখানে তো
দূর বা নিকট ব'লে কিছু নেই—
দুচোখে দেখছি তোমাকে স্পষ্ট,
পাঠাচ্ছি তাই শুভেচ্ছা এই।

উত্তুরে আর পুবের হাওয়ায়
সকালসন্ধ্যা রোজ দুইবেলা

হুদ্ হুদ্—হুপো পাখি। রাজা সুলেমান নাকি তাঁর দূত হিসেবে এই পাখিকে রাণী বিলকিসের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

শেবা-র মহিষী—দক্ষিণ ইয়েমেনে ছিল সাবা রাজ্য ; বাইবেলে বলা হয়েছে শেবা। শেবা-র রাণী বিল্‌কিস্ জেরুজালেমে গিয়েছিলেন রাজা সুলেমানের প্রাজ্ঞতা যাচাই করতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠাই তোমার সন্দর্শনে
আমার আশীর্বাদের কাফেলা।

দেখবে নিজের মুখচ্ছবিতে
দক্ষ হাতের কিবা খোদকারি ;
পাঠাই আয়না, দেখ তাতে ফোটে
যে মুখ, সেটা তো স্বয়ং খোদারই।

তোমার হৃদয়রাজ্য যাতে না
ব্যথার ফৌজ করে ছারখার,
তোমার দুঃখে দুখী আমি তাই
পাঠাচ্ছি প্রাণপুরুষ আমার।

পৌঁছিয়ে দাও বেদনা নিয়ত,
নিজ গরিমায় আওড়াও খালি :
'পাঠালাম আমি খোদার নামেই
তোমাকে দুঃখশোকের এ ডালি।'

দৃষ্টির অগোচরে থাকলেও
হৃদয়ে আমার পেতেছ আসন ;
তোমার কুশল প্রার্থনা করি,
পাঠাই আমার আশীর্বচন।

গায়কেরা যাতে ব'লে দিতে পারে
কে আমি, কেমন রুচি—এ সকলি,
তোমাকে সটান পৌঁছিয়ে দিই
সুরসংযোগে গজলের কলি।

কথিত আছে, আলেকজাণ্ডারেরও ছিল এমন আয়না যাতে সব কিছুই দেখা যেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কই সাকি, আনো!' কোথা থেকে এক
ফেরেস্তা এসে বলল, 'ও ভাই,
সুখবর আছে। ধৈর্য ধরলে
পেয়ে যাবে এক জবর দাওয়াই।

আসরে বসলে সকলের মুখে
হে হাফিজ, শুধু তোমার কথাই।
জিন্-দেওয়া ঘোড়া, জাব্বা-জোব্বা
পাঠাই। পত্রপাঠ আসা চাই॥

নিজেরই মধ্যে

হৃদয়ের সেই চিরকেলে জেদ—
দিতে হবে জামশেদের পেয়ালা।
যা আছে নিজেরই মধ্যে, কী ক'রে
দেবে তা অন্যে? এ তো ভ্যালা জ্বালা!

ভেঙে বার হয়ে এল যে মুক্তো
দেশ ও কালের খোলসটা খুলে
তলব করো তা যার কাছে, নিজে
বাউণ্ডুলে সে দরিয়ার কূলে।

'দেখুন, পড়েছি বড়ই ধাঁধায়'—
কাল রাতে বুড়ো মাজিকে বলায়
শুধু তিনি এক নজর দেখেন,
সব উত্তর তাতে মিলে যায়।

ঘোড়া আর জাব্বাজোব্বা—রাজা গুণীজনদের ডেকে পাঠালে সঙ্গে সাজানো ঘোড়া আর ভদ্রস্থ পোশাক পাঠানোর রেওয়াজ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখি আনন্দময় হাসিমুখ
করতলে ধরা মদের পেয়ালা ;
সেই দর্পণে ফোটে অবিরত
শ'য়ে শ'য়ে গাঁথা সদুক্তিমালা

তাঁকে শুধোলাম, 'হে প্রাজ্ঞ, কবে
পেলেন পেয়ালা বিশ্বদর্শী ?'
'যেদিন প্রথম গাঁথা হয়েছিল
নীল গম্বুজ অলকস্পর্শী।'

খোদা যদি আজ খুশি হয়ে ফের
বহান জগতে করুণার ঢেউ,
যীশুখ্রীস্ট যা করেছেন তাও
করতে পারেন অন্য যে কেউ।

বলি, 'যে বন্ধু করেছিল স্তুতি
শূলদণ্ডের, দিতে হল প্রাণ।
শুধু অপরাধ : যা ছিল গুহ্য
দিয়েছে বন্ধু তার সন্ধান।'

'আসা-নড়ি আর শ্বেত হস্তের
কাছে বাজিকর সাম্‌রি ঘায়েল।
এখানেও ঘটে অবিকল তাই ;
হার মেনে যায় বুদ্ধির খেল্।'

হুসেনকে শূলে চড়ানো হয়েছিল, কারণ তিনি বলেছিলেন 'আমিই সত্য'। ভগবৎপ্রেমের গোপন রহস্য তিনি ফাঁস করেছিলেন—এই তাঁর অপরাধ।

'আসা-নড়ি' আর 'শ্বেত-হস্ত'—স্বর্গীয় মায়া-বিদ্যাবিশারদ মুসার প্রতীক। তাঁর কাছে পরাস্ত হন বাজিকর সাম্‌রি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে বলি, 'আমি বুঝি না কী বলে
বঁধুয়ার ঘন চুলের ও-বেণী।'
'বুঝলে হাফিজ ; ওটা হল মান—
এ অমানিশায় চাঁদ যে ওঠে নি!'

হে দিশারী

মদিরেক্ষণে বানালে গোলাম
রয়েছে যাদের তখ্‌ত-তাউস ;
তোমার রক্তাধরের শরাবে
যারা হুঁশিয়ার তারাও বেহুঁশ।

তোমার শরম, আমার অশ্রু
গোপন কথাটি করেছে প্রকাশ ;
লোকে খোঁটা দেয় : প্রেমিক-প্রেমিকা
দেখ দিকি করে রহস্য ফাঁস।

পথে যেতে যেতে যেন চোখে পড়ে
চূর্ণ কেশের ডাইনে ও বাঁয়—
মন-হুহু-করা অমন কত যে
ভক্ত তোমার দুপাশে লুটায়।

যেহেতু দৈব অনুকম্পায়
কেবলমাত্র পাপীদেরই হক,
আমরাই যাব স্বর্গে। যা ভাগ্‌—
ঈশ্বরজ্ঞানী, ধর্মযাজক!

তোমার গোলাপী গালের স্তুতিতে,
জেনে রাখো, আমি একা নই মোটে ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহস্র বুলবুল দিকে দিকে
দেখ, সেই একই গানে মেতে ওঠে।

হাত ধ'রে তুমি নিয়ে চলো, সখা
লক্ষ্মীটি, ধরো হাত হে দিশারী,
একা আমি, দেখ, পায়ে হেঁটে যাই,
সহযাত্রীরা সবাই সওয়ারী।

এইখানে, এসো, এ পানশালায়,
উপাসনালয়ে যেয়ো না কো মোটে।
কুকর্মে যারা হাত কালো করে,
তারাই ওসব জায়গায় জোটে।

হাফিজকে যেন ছাড়াতে যেয়ো না
ওর কেশজাল-বন্ধন থেকে ;
এমন টানে যে বাঁধা প'ড়ে রয়,
তার চেয়ে আর স্বাধীন আছে কে !

আতস

দেখি একদল ফেরেস্তা এসে
রাতে দরজার কড়া নেড়ে কাল
বানিয়ে ফেলল মদের গেলাস
ছেনে আদমের মাটি একতাল।

ইন্দ্রপুরীর অন্তরঙ্গ
মহলের সব স্বর্গবাসীরা
রাস্তায়-থাকা এ অভাজনকে
দিয়েছে মস্ত-করা এ মদিরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন বইতে পারে নি কো আর
আশমান তাঁর প্রেমের সে ভার—
ভাগ্যের দান ফেলে দেখা গেল,
উঠে এল নাম এই ক্ষ্যাপাটার।

শুধু একদানা গমের দরুন
গোল্লায় গেছে মাটির আদম—
আমরা যাব না? যাদের রয়েছে
শতসহস্র গোলায় অহম্।

সে নয় আতস, মোমবাতি যার
শিখার ওপর হেসে পড়ে ঢ'লে,
আসলে আতস হল সেই চিজ
পতঙ্গের যা অন্তরে জ্বলে।

বাহাত্তরটা জাতে মারপিট,
এ ভিন্ন আর আছে কী উপায়!
দেখতে পায় না কোন্‌টা সত্যি;
পুরাণ যা বলে, সেই পথ নেয়।

তাঁহারই পরম করুণায় নিই
বোঝাপড়া ক'রে আমি আর সে;
হুরীরা নমস্তস্যৈ ব'লে
নামে পেয়ালার পানীয় ধ্বংসে॥

সেই যে একদা কাব্যবধূর
কালো চুলে ঠাঁই নিয়েছে কাঁকই,
ভাবের ঘোমটা খুলে দেয় নি তো
হাফিজের মত আর কেউ কই!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনও হৃদয়

আকাঙ্ক্ষা থেকে সরাব না হাত
বাসনা আমার সিদ্ধ না হলে ;
হয় পাবে প্রাণ বধুর নাগাল,
নয়ত যাবে সে দেহ ছেড়ে চ'লে।

মরলে আমার কবরটা খুঁড়ে,
দেখো তুমি, গেছে অন্তরে রয়ে
যেহেতু আগুন, কাফন আমার
রয়েছে ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে।

মুখটি ফেরাও ! হায় হায় ক'রে
উঠুক দুনিয়া ; বলুক, কী সুখ।
খোলো দুটি ঠোঁট ; তা দেখে সকল
স্ত্রীপুরুষ প্রার্থনায় বসুক।

আমার ওষ্ঠাগত হল প্রাণ,
এখনও হৃদয় কত কী যে চায় !
ও-দুটি ঠোঁটের বাসনা গেল না,
এদিকে আত্মা দেহ ছেড়ে যায়।

মনকে বলেছি, 'ছেড়ে চলে এসো,
কথা শোনো, কাছে যেয়ো না কো ওর।'
মন বলে, 'তারই সাজে এই কাজ
নিজের ওপর যার আছে জোর।'

পাকিয়ে রেখেছে কত শত দহ
তোমার চুলের প্রতিটি বলয় ;
কী ক'রে খুলবে সেসব গ্রন্থি
আমার বন্দী দীর্ণ হৃদয় !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ত বা দুটি একটি ফুলেও
মিলবে তোমার মুখের আদল,
হরদম সেই আশায় আশায়
ফুলের বাগানে হাওয়ার টহল।

খাড়া হয়ে তুমি দাঁড়াও মাটিতে,
দৈর্ঘ্য এবং কৃশ কটি যাতে
এ বাগানে সরুঝাউ ও বেতস
মেলায় একই দেহে একসাথে।

আমি নই ব্যভিচারী যে নিত্য
বদ্‌লে ফেলব বন্ধুর পাট ;
যে পর্যন্ত ধড়ে প্রাণ আছে
তোমার দুয়োরে আমি চৌকাঠ।

সকলেই জানে যে মজলিশেই
কথা হয়, লোক করে গিজ গিজ—
বলবে, তা ঠিক ! তেমন প্রেমিক
একজনই আছে, সে হল হাফিজ॥

দাও

দাও যৌবন, প্রেম, রাঙা সুরা—
ভরুক আসর সাঙ্গোপাঙ্গে ;
অন্তরঙ্গ বন্ধু মিলুক,
দাও দীয়তাং ভুজ্যতাং হে।

সাকি যেন হয় সুমিষ্টভাষী,
গায়কের হোক কণ্ঠ মধুর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গীরা হবে চরিত্রবান,
সুখ্যাতি যেন রটে বন্ধুর।

অমৃততুল্য দাও প্রাণবঁধু
যে স্থিতপ্রজ্ঞ, যে সতীসাধ্বী ;
রূপে যার ধারে-পাশে দাঁড়াবার
নেই কো পূর্ণচাঁদেরও সাধ্যি।

পেয়ালায় দাও হালকা মধুর
নেশায় মাতানো রসাস্বাদন
ধারালো তীব্র সেই শরাবের,
যার রং ঠিক ফুলেরই মতন।

একটুকু দেবে প্রিয়ার অধর,
একটুকু লাল মদের গেলাস—
পরম্পরায়। সেই তো স্বর্গ
যেখানে এমন প্রেমিকের বাস !

দেউল ঋষির তপোবন হোক,
বিশ্বাসী সাথী, বিনীত সেবক,
সব বলা যায় এমন বন্ধু,
যারা সতীর্থ হোক সহায়ক।

ভ্রূভঙ্গে সাকি পরম জ্ঞানের
ধরে যেন উদ্যত তলোয়ার,
জড়াতে আষ্টেপৃষ্টে হৃদয়
বঁধুয়া বিছিয়ে দিক কেশজাল।

যে এসব ছেড়ে দূরে যেতে চায়,
এ জীবনে নেই যার কোনো টান,
সে-ই পাপিষ্ঠ। এসব মায়ায়
যে বাঁধে নিজেকে, সে ধর্মপ্রাণ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবার আগে

কোথায় তোমার মিলনের ডাক ?
এ দেহ ছাড়তে আর কত কাল ?
আমি পাখি সেই উর্ধ্বলোকের,
চ'লে যাব কেটে ভবের এ জাল।

যদি ভালোবাসো, যদি মেনে নাও
ক্রীতদাস ব'লে আমাকে, তাহলে
দেশ ও কালের সার্বভৌম
এ রাজ্য ছেড়ে আমি যাব চ'লে।

সুরা আর সুরকার নিয়ে তুমি
বসলে আমার কবরের পাশে
তারই গন্ধে গন্ধে আসবো
নাচতে নাচতে আমি অনায়াসে।

লীলায়িত গতিভঙ্গিতে, প্রিয়া
দাঁড়াও, দেখাও মুখ সুধাভরা ;
হাত ধুয়ে ফেলে যেন যেতে পারি
ছেড়ে এ জীবন, এ বসুন্ধরা।

বুড়ো বটে, তবু একটি রাত্রি
আমাকে তোমার বুকে দিলে ঠাঁই,
দেখো, পাশে ঘুম ভেঙে উঠে ভোরে
কি রকম নবযৌবন পাই।

মৃত্যুর দিন শুধু ক্ষণকাল
আমি দেখি যদি চকিতে ও-মুখ—
হাফিজের মতো এ প্রাণ, এ লোক
ছেড়ে যেতে, আহা আমারও কী সুখ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মদ পুজো

চেয়ে দেখ, সাকি, রাত্রি পোহায়
দাও মদিরায় ভ'রে এ পেয়ালা
ঊর্ধ্বে সমানে দে-দৌড় দে-দৌড়,
তাড়াতাড়ি করো, বয়ে যায় বেলা।

এই নশ্বর পৃথিবী ক'দিন !
তার ধ্বংসের আগেই, দোহাই
হে সাকি, আমাকে শেষ ক'রে দিও
ফুল-রাঙা সুরা-সুরাহির ঘায়।

সুরাভাণ্ডের পুবদিকে, দেখ
নবারুণ রূপ ধরে মদিরার ;
যদি তুমি চাও পরমানন্দ
ওঠো, উঠে পড়ো ! ঘুমিয়ো না আর।

জ্যোতিশ্চক্রে আমারই মাটিতে
আশমান হাঁড়িকুড়ি দেবে গ'ড়ে ;
মাথার চাঁদির মৃন্ময় ঘট
দিও সেইদিন মদিরায় ভ'রে।

করি না কো পুজো, নই সংযমী
নেই আপসোস, নেই গোস্তাকি,
বলি না কো তোবা। মদের পেয়ালা
হাতে দিয়ে বলো স্বাগতম্, সাকি !

সুরা পান করা অতি সৎ কাজ
এই কথা মনে রেখো, হে হাফিজ
সংকল্পের মুখটা ঘোরাও
যেদিকে রয়েছে ঐ ভালো চিজ ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানতেও পারে

যিনি শাহানশা শালপ্রাংশুর,
মধুকণ্ঠের ছত্রাধিপতি,
যাঁর চাহনির চাবুকের ঘায়
দীর্ণহৃদয় রথীমহারথী—

মাতোয়ারা হয়ে যেতে যেতে তিনি
সহসা দেখেন পথের ফকির
আমাকে। বলেন ডেকে, 'হে চেরাগ,
চক্ষুরত্ন সব সুভাষীর!

'সোনাচাঁদি বিনে নিঃস্ব থাকবে
কতদিন? হও আমার গোলাম।
হবে লাভবান। চাঁদের হাটেও
দেখবে, চাঁদির দেহ দেবে দাম।

'ভেবো না নিজেকে অণু থেকে অণু,
দীনস্য দীন, সবার অধম;
আকাশ ডিঙিয়ে ছুটে গিয়ে ধরো
সূর্য যেখানে একা একদম।'

মদ্যপ সেই প্রবীণ প্রাজ্ঞ
(শান্তি লভুন সেই মহাত্মা!)
বলেন, 'যে করে কথার খেলাপ
দিও না কো তাকে আদৌ পাত্তা।

'খুলো না কোঁ গাঁটছড়া বন্ধুর,
রেখো শত্রুকে শতহস্তেন,
ঈশ্বরে সঁপে দিও প্রাণমন
লাই পায় না কো শয়তান যেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রেখো না ভরসা ভবসংসারে,
মদের পেয়ালা থাকে যেন মুখে,
তন্বঙ্গী ও রতির তুল্য
ভ্রূবিলাসে কাল কেটে যাবে সুখে।'

বইছিল মৃদুমন্দ বাতাস
ভোরবেলা গজসুন্দীর বনে ;
আমি শুধোলাম, 'কোন্ শহীদের
খুন লেগে আছে এসব কাফনে ?'

বলেন, 'হাফিজ, তুমি আমি কেউ
ছাড়াতে পারি না এ সবের জট ;
হয়ত জানলে জানতেও পারে
লাল মদ, মধুময় রাঙা ঠোঁট ॥'

ঢের ভালো হত

ঢের ভালো হত নামাবলীটলী
বন্ধক দিয়ে কিনলে শরাব,
এসব অর্থহীন হাবিজাবি
শরাবে ডোবালে ঢের হত লাভ।

ভেবে দেখি আজ সব দিক থেকে
ব্যর্থ জীবন ঘুরে দোরে দোরে
ভালো হত পানশালার কোনায়
মদ খেয়ে যদি থাকতাম প'ড়ে।

আমার মস্ত হৃদয়ের কথা
বলব না সারা বিশ্বকে ডেকে ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলবার হলে বলব সে কথা
ঘোম্‌টা এবং পর্দায় ঢেকে।

ল্যাজামুড়ো আগাগোড়া কিছু নেই
এমনি যখন আকাশের হালও,
তখন মাথায় সাকি আর হাতে
শরাব—এমন চিন্তাও ভালো।

টন্‌টনে জ্ঞান না থাকে না থাক
ফকিরের, সে তো সংসারী নয় ;
বুকভরা জ্বালা, চোখভরা জল
থাকলে বরং ঢের ভালো হয়।

হাফিজ, হয়েছ বুড়ো এখন তো
পানশালা ছেড়ে যাওয়াই আদব ;
সুরাপান আর কাম-আসক্তি
কম বয়সেই মানায় ওসব ॥

ভেতরে করুণা

কাল রাতে পানশালার দুয়োরে
গিয়েছি যখন চোখে ঘুমঘোর ;
মদে ছিল ভেজা নমাজে বসার
আসন এবং গায়ের কাপড়।

আমাকে ওভাবে দেখে ছুটে এসে
মদবিক্রেতা সেই লালছেলে
বলেছে সখেদে, 'ওঠো, ভবঘুরে
মাতাল, ওঠো হে, চাও চোখ মেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ধুলোকাদা সব আগে করো সাফ,
হাতমুখ ধোও, করো মোছামুছি—
তবেই এ পানশালায় ঢুকবে
নইলে হবে তা মলিন অশুচি।

'মধুময় লাল ওষ্ঠাধরের
অতৃপ্ত আশাআকাঙ্ক্ষা নিয়ে
তুমি আত্মার জহরত ঢেকো
তরল পদ্মরাগমণি দিয়ে।

'বয়েস তো হল, এ বার্ধক্যে
সংযমী হও; টেনে ধরো রশি।
লোলচর্মের মুখে এঁটো না কো
মুখোস কখনও জোয়ানবয়সী।

'যতই ডহর হোক এ দরিয়া
যে জানে প্রেমের গতিবিধি ঠিক,
গা তার কিছুতে জলে ভিজবে না
যত কেন গভীরেই ডুব দিক।

'বাসনার ডোবা থেকে উঠে এলে
ধুয়েমুছে সাফ হওয়াটাই প্রথা;
কেননা ও-জলে কাদামাটি পাঁক
দেবে না তোমাকে শুচিশুদ্ধতা।'

আমি বললাম, 'হে বিশ্বপ্রাণ,
বসন্তে যদি কুসুমের থলো
টাটকা মধুতে হয় নিষিক্ত—
বলো, তাতে তার কোন্ দোষ হল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনে সে কী রাগ ! বলল, 'হাফিজ,
তর্ক করছ ? খুব যে স্পর্ধা !
যাও, কেটে পড়ো।'—ভেতরে করুণা,
দুয়োরে ঝোলানো ক্রোধের পর্দা ॥

জ্যোতিশ্চক্রে

ভোরবেলা গিয়ে গোলাপের বনে
মনে হল, তোলা যাক কিছু ফুল ;
এমন সময় কোথা থেকে যেন
এসে ডেকে ওঠে এক বুলবুল।

তারও দেখি ঠিক আমারই মতন
একটি ফুলের সঙ্গে প্রণয় ;
আমার মতন তারও বুকে জ্বালা,
তার হাহাকার সারা বনময়।

একবার আসি একবার যাই
পায়চারি করি ফুলবাগিচায় ;
বুলবুল আর গোলাপের কথা
মাথায় কেবলি ঘুরপাক খায়।

বনময় তার সেই হাহাকার
ছেয়ে ফেলে মন এমন বিষাদে !
নিজেকে তখন কিছুতেই ধ'রে
রাখতে পারি না, খালি প্রাণ কাঁদে।

পাঁপড়ি মেলেছে এত যে গোলাপ
বাগানের এত অসংখ্য গাছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখনি যে কেউ তুলেছে সে ফুল
হাতে তার ঠিক কাঁটা ফুটে গেছে।

যেখানে গোলাপ সেখানেই কাঁটা,
বুলবুল আর প্রেম একই ধারা ;
কী গোলাপ আর বুলবুল কিবা
থাকে না একটি অন্যটি ছাড়া।

হে হাফিজ, তুমি জ্যোতিশ্চক্রে
আশা ক'রো না কো সুখ অদৃষ্টে ;
ইষ্ট কিছুই পাবে না সেখানে,
ঝুলি তার ভরা শুধু অনিষ্টে ॥

আত্মা যেখানে

গুহাবাসী এক সাধক এলেন
কাল রাত্তিরে পান্থশালায় ;
ভেঙে ফেললেন ব্রহ্মচর্য
টান মেরে তিনি ভরপেয়ালায়।

সহসা স্বপ্নে দেখা মিলে যায়
যৌবনের সে প্রাণ-বঁধুয়ার
ফলে, সে বৃদ্ধ হাবুডুবু খায়,
হয় তারই প্রেমে পাগল আবার।

বুদ্ধি-ব্রহ্মচর্যাপহারী
লালছেলে সেই পথ দিয়ে যায় ;
তাকে দেখে চেনা অচেনা সবাই
ছুটে ছুটে এসে পড়ে তার পায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হায়, গোলাপের গালের আতসে
খাক হয় বুলবুলের মরাই ;
হেসে-ঢ'লে-পড়া দীপের শিখা যে
পতঙ্গদের কপাল পোড়ায়।

সভায় যে সুফী মদের পেয়ালা
ভেঙে বাধিয়েছে দক্ষযজ্ঞ ;
রাতে একফোঁটা পেটে পড়তেই
কী সদাশিব সে, কী স্থিতপ্রজ্ঞ !

আমি দেখি যেন বিড় বিড় ক'রে
মন্ত্র পড়ছে সাকির নেত্র ;
পানপাত্রের গতিচ্ছন্দ
সেই তো আমার ধ্যানের ক্ষেত্র।

আত্মা যেখানে ব্রহ্মে বিলীন
হাফিজ সে কৈবল্যই চায় ;
হৃদয় গিয়েছে দরদীর কাছে,
বঁধুয়ার কাছে প্রাণ চলে যায়॥

যা পেয়েছি

বুড়ো মাজি-র সে পান্থশালায়
স্বর্গীয় আলো দেখি চোখ মেলে ;
কী আশ্চর্য, এমন যে আলো—
তাও দেখ, শেষে কোথা গিয়ে মেলে !

শোনো, ওহে বড়কর্তা হজের,
কী তোমার অত বাক্‌ফাট্টাই !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি দেখ শুধু পাথরের থান,
আমার চোখে যে স্বয়ং খোদা-ই।

প্রেয়সীর কালো কেশের গুচ্ছে
যতই খুঁজি না কেন মৃগনাভি,
জানি তো সে অতি দূরের ভাবনা—
মেটবার নয় আমার সে দাবি।

অন্তর্দাহ, অশ্রুর ধারা,
ভোরের বিষাদ, বিলাপ রাতের—
এসব কিছুরই উৎসে তোমার
করুণা রয়েছে, পেয়েছি তা টের।

তোমার মুখের ছবি অবিরাম
ফোটাচ্ছি আমি আপন খেয়ালে ;
কাকে ডেকে বলি কী দেখছি আমি
এই অবগুণ্ঠনের আড়ালে।

খোটানের কস্তুরীতে কিংবা
চৈনিক মৃগনাভিতে কে পায়
সন্ধান সেই অতুলনীয়ের—
যা পেয়েছি আমি ভোরের হাওয়ায় !

হাফিজের চোখ বামাচারী ব'লে
দিও না, বন্ধু, অপবাদ তাকে ;
আমি জানি, তার প্রেমিক হৃদয়
সবার মধ্যে ঈশ্বর দেখে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাদা আর কালো

দেখ, কালো মণি সাদা হয়ে গেল
চোখে অশ্রুর এমনই জোয়ার ;
বলো, তুমি মুখ ফিরিয়ে থাকবে
হে প্রাণবঁধুয়া, কতদিন আর ?

আমরা দুজনে দুজনকে, এসো,
বাহু দিয়ে বাঁধি, সরে এসো কাছে ;
পুরনো স্মৃতির ভার বওয়া মিছে,
অতীত তুলো না ; যা গেছে তা গেছে।

ওর ওই আঁখিপক্ষ্মে, হে খোদা,
দেখ, দেওয়া আছে কী তীক্ষ্ণ ধার !
ও কেটেছে ছলাকলার কাঁচিতে
সংযমের এ জামাটা আমার।

গৌরী মুখের, কালো চিকুরের
যে ছায়া এ আঁখিদর্পণে ফেলো,
তাতেই আমার নয়নের পটে
দুটি রং ফোটে : সাদা আর কালো।

হে হাফিজ, বড় একটা আসে না
গজলের গীতে 'জ'-বর্ণে মিল ;
আশা করি, তুমি একদিন ঠিক
পাবে মেলাবার সে দরাজ দিল্‌॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগলবন্দী

শুধাই, 'তোমার ওষ্ঠ ও মুখ
পুরাবে আমার কামনা কখন ?'
বলে, 'জেনো, ওরা করবে তামিল
যাই ফরমাক তোমার নয়ন।'

আমি বলি, 'দেখ, তোমার অধর
নজরানা চায় মিশর মুলুক।'
সে বলে, 'তা হোক, এই মামলায়
লোকসান কারো নেই এতটুক।'

শুধোলাম, ঠিক কোন্ পথে গেলে
তোমার মুখের পেয়ে যাব খেই ?'
সে বলে, 'যে জানে সব রহস্য
জিগ্যেস করো বরং তাকেই।'

বলি, 'ক'রো না কো বিগ্রহ-পুজো,
ধ'রে ব'সে থাকো খোদাতাল্লাকে।'
সে বলে, 'প্রেমের পন্থা যে নেয়
এটা আর ওটা দুটোই সে রাখে।'

আমি বলি, 'পানশালার টানেই
মেটে যত জ্বালা আছে অন্তরে।'
সে বলে, 'ভাগ্যবান তো তারাই
যারা দিল্ খুশিখোশালিতে ভরে।

আমি বলি, 'নামাবলী ও শরাব
ধর্মে চলে না দুটো একসাথে।'
সে বলে, 'অব্যাহত আছে আজও
এসব মাজি-র ব্রতচর্যাতে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধাই, 'তোমার মিঠে লাল ঠোঁটে
বুড়োদের আছে ফায়দা বা কোন্ ?'
সে বলে, 'জেনো হে, মধুর চুমোয়
বুড়োরাও ফিরে পায় যৌবন।'

শুধাই, 'রাজন্, কোন্ শুভক্ষণ
বধূর বাসরে পদার্পণের ?'
উত্তর মেলে, 'গুরুচাঁদনীর
যোগে যাওয়াটাই প্রশস্ত ঢের।'

বলেছি, 'তোমার দৌলতে দোয়া
চাইছে হাফিজ ধ্যানে অবিরত।'
সে বলে, 'সপ্তস্বর্গে নিয়েছে
ফেরেস্তারাও সেই একই ব্রত॥'

বাংলায়

শোনো সাকি, বলি তাদের গল্প
সরুঝাউ, গজসুন্দী, গোলাপ—
স্নান করানোর তিন মেয়ে ; চলে
তাদের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ :

গোষ্ঠের নববধূটির রূপ
ফেটে পড়ে, দেখ ! ঢালো সুধারস।
জেনে রেখো, এই জমানায় বেশ
কাজে লাগে ঘটকের হাতযশ।

ভারতবর্ষে আছে যত তোতা
সবাই মধুর রসের রসিক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেননা চালান যায় বাংলায়
যে মিষ্টান্ন সব পারসিক।

শাহানশাহের বাগানটা থেকে
ফুরফুরে হাওয়া এসে লঘুচালে
গজসুন্দীর ফুলের পাত্রে
শিশিরের মদ হরদম ঢালে।

জাদুঅলা চোখজোড়ার পেছনে
সার বেঁধে ভোজবাজির কাফেলা ;
পূজারীকে পথ ভোলাতেও পারে
দু আঁখির ভানুমতীর সে খেলা।

কী ঘর্মাক্ত কলেবর সে যে,
লাজে রাঙা মুখ সুন্দরী ব'লে ;
বিন্দু বিন্দু শিশিরের স্বেদ
লেগে আছে মল্লিকার কপোলে।

এ দুনিয়া যেন বাহারচালিতে,
দেখো, তোমাকে না ভেড়ুয়া বানায় ;
মিটমিটে বুড়ি ডাইনীটা ব'সে
কাল কাটাচ্ছে টালবাহানায়।

হ'য়ো না কো সেই সামুরীর মত
গর্দভ থেকে স্বর্ণ যে দেয়
মুশার অমন আশ্রয় ছেড়ে
শরণ নেয় যে বাছুরের পায়।

হায়, সুলতান গিয়াসুদ্দিন !
হাফিজ, তোমার বড় অভিলাষ
তাঁর দরবার। নীরব থেকো না ;
কান্নাই জেনো মেটাবে সে আশ ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুটলে গোলাপ

বাগানে গোলাপ উঠে এল আজ
নামরূপ থেকে প্রপঞ্চলোকে ;
দেখ, বনফ্‌সা প্রার্থনা করে
গোলাপের কাছে নতমস্তকে।

ঢোলের আওয়াজে তবলার তালে
ভোরের মদিরা ঢেলে নাও মুখে
বাঁশী ও বীণের সুরসপ্তকে
আঁকো চুম্বন সাকির চিবুকে।

বাগানে আবার ঢেলে সেজে দাও
জরথুস্ত্রের সাবেকী কানুন ;
চেয়ে দেখ, গজনুন্দী এখন
জ্বালিয়েছে নামরুদের আগুন।

মনের মানুষ যিনি, আছে যাঁর
রুপোলী কপোল খ্রীস্টের প্রাণ—
আদ্‌সমুদ্‌কে ভুলে বেমালুম,
তাঁর হাত থেকে সুরা করো পান।

এ ভূলোক হয় স্বর্গের মত
ফুটলে গোলাপ, ফোটে যদি যুঁই ;
কিন্তু এ সবে কোন্ লাভ, যদি
অবিনশ্বর না হয় কিছুই ?

আকাশের রূপ ধরেছে কুঞ্জ
দেখ, রাশি রাশি ফুলের স্তবকে !
ফুটেছে কী সৌভাগ্যের যোগ
বিছানো সে রাশিচক্রের ছকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুল হয় যেই হাওয়ার সওয়ার
নিজেকে ভাবে সে রাজা সুলেমান ;
দাউদের সাধা সুরেলা গলায়
ভোরবেলা পাখি গেয়ে ওঠে গান।

ফুটলে গোলাপ থেকো না কো একা
মদিরা, বঁধুয়া, তবলা জোটাও ;
আমাদেরই পরমায়ুর মতন
জেনো, গোনাগাঁথা সপ্তাহটাও।

আসিফের সেই কালের স্মরণে
কানায় কানায় মদ ভ'রে আনো ;
উজির সে সুলেমানের আমলে
ইমাতুদ্দিন মেহবুব যেন।

হাফিজের এই মজলিশটির
রয়েছে যেসব বস্তুর খাঁই,
হয়ত সেসব মিলে যেতে পারে
রাজানুকূল্য যদি পাওয়া যায় ॥

সুখের সময়

চঞ্চুতে ধ'রে ছিল বুলবুল
ফুলের পাঁপ্‌ড়ি খাসা রংদার ;
গানে আর পাঁপ্‌ড়ির নিঃস্বনে
ফুটে উঠেছিল তার হাহাকার।

দেখা হতে আমি শুধোলাম তাকে,
'কেন কাঁদো ? কেন করো হায়-হায় ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বলে 'প্রিয়ার সৌন্দর্যই
ফেলেছে আমাকে আজ এ দশায়।'

সখা যদি পাশে বসতে না চায়
কার কাছে আমি জানাব আর্তি ?
কৃতকৃতার্থ বাদ্‌শা রাখেন
দূরে দূরে তাকে যে তাঁর প্রার্থী।

নাস্তির ভবসংসারপথে
ঘুরে-বেড়ানো সে প্রাজ্ঞ মানুষ
দেখেশুনে এই রহস্যলোক
হয়ে যান তার নেশায় বেহুঁশ।

প্রিয়ার রূপের কাছে দাম নেই
যত করি অনুনয় ও বিনয় ;
অহংকারী যে, করে যে ঠেকার
সে পয়মন্ত, সেই সুখী হয়।

এসো হে ছড়াই ছিটাই জীবন
সেই পটুয়ার তুলির আগায়,
যিনি তাঁর এই আজব নক্সা
ধ'রে দেন দিগ্‌দর্শী চাকায়।

বদ্‌নাম হলে পিছিয়ো না ভয়ে
যদি হও প্রেমপথের সাধক ;
শেখ সান্নার নামাবলীটাও
শরাবখানায় ছিল বন্ধক।

সেটা ছিল ভারি সুখের সময়
ফকির যখন যেতেন সফরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা যেত তাঁর যজ্ঞসূত্রে
তখনও হাতের জপমালা ঘোরে।

বয় হাফিজের নয়নের জল
সে অপ্সরার ছাদের তলায়,
যেন নন্দনকাননের নিচে
ফল্গুর জলধারা বয়ে যায়॥

শিরাজ

বাস্তুকর্মে তুলনারহিত
আমার শিরাজ কী যে রূপময়
ঈশ্বর, দেখো এ শহর যেন
কোনোদিন বিধ্বস্ত না হয়।

মিনতি আমার, এ রুকনাবাদ
নদী যেন থাকে নিয়ত বজায়
যেন খিজিরের মত পরমায়ু
এর নির্মল জলে লোকে পায়।

একদিকে আছে মুসল্লা এই
ওদিকে জাফরাবাদ কোন্ সেই—
ব'য়ে নিয়ে যায় উত্তুরে হাওয়া
আবিরগুলাল দু' জায়গাতেই।

এসো হে শিরাজে, দীক্ষিত হও
জ্ঞানীগুণীদের এ পীঠস্থানে
(দেবদূত জিবরাইলের মত)
মুখনিঃসৃত স্বর্গীয় জ্ঞানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিশরের সেই মিছ্‌রির নাম
মুখেও নেয় না লোকে ভয় পেয়ে—
পাছে লজ্জায় মাথা কাটা যায়
শহরে সে সব যা মিষ্টি মেয়ে !

ও পুবালী হাওয়া ! সেই যাযাবরী
যে বিবাগী, মাতোয়ারা সুধারসে—
তার কাছ থেকে তুমি এলে। বলো,
কী খবর তার ? ভালো আছে তো সে !

মিনতি জানাই, আমার এ ঘুম
ভাঙিয়ো না, ডেকে তুলো না, দোহাই ;
বঁধুয়ার চিন্তায় ডুবে গিয়ে
অন্তরে আমি মহাসুখ পাই।

ঝরালে আমার খুন লালছেলে
হে হৃদয়, তাও ধর্মাচরণ
ব'লে মেনে নিও ; যেমন ন্যায্য
মাতৃস্তন্যে দুগ্ধক্ষরণ।

ও হাফিজ, যদি সত্যিই হও
বিচ্ছেদভয়ে এতই কাতর,
মিলনের ক্ষণে কেন থাকল না
কৃতজ্ঞতার কোনো স্বাক্ষর ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামরূপ থেকে প্রপঞ্চরূপে

সরু ঝাউটার মগডালে ব'সে
গোলাপের উদ্দেশে পুনরায়
সর্বংসহা বুলবুল গায় :
'দূর হোক তার সকল বালাই !'

'গোলাপ, তোমার মনের মতন
হয়েছে যখন রূপ খোলতাই—
প্রেমোন্মত্ত এ বুলবুলকে
ক'রো না কো যেন আর দূরছাই।'

কারো কাছে করি না কো অনুযোগ
নজরে যখন পড়ে না ও-মুখ ;
জেনো, নামরূপ আছে ব'লেই তো
প্রপঞ্চরূপে দেখে এত সুখ।

লোকে যদি দিন কাটাত আরামে,
জীবনটা হত সুখশান্তির,
প্রিয়ের দুঃখকষ্টও তবে
হত দৌলত মধুর, মদির।

ইন্দ্রপুরী ও স্বর্গের পরী
সাধুদের থাক। আমি মনে করি
শরাবখানাই সে অমরাবতী ;
সাঙাতেরা অপ্সরা-অপ্সরী।

পেয়ালা ওঠাও ঢোলকের তালে ;
ক'রো না আদৌ মেজাজ খারাপ ;
কেউ যদি বলে, 'খেয়ো না শরাব'—
বলবে, 'খোদার কাছে সব মাপ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচ্ছেদে বুক ফেটে যায় ব'লে,
হাফিজ, চোখের জল কেন ফেলো ?
বিরহে নিহিত রয়েছে মিলন,
কালো পর্দাটা সরালেই আলো ॥

শরাবখানায়

শরাবখানায় কাল একজন
এককোণ থেকে হুঙ্কার দেন :
'যার যত পাপ হয়ে যাবে মাপ
পেয়ালা ওঠাও, সুরা করো পান।'

কাজ ক'রে যায় আপন গরজে
খোদার অঢেল সেই রহমত—
এই সুখবর এসে পৌঁছুল
স্বয়ং ফেরেস্তার মারফত।

অপরিপক্ক কাঁচা মাথাটাকে
ঠেলে নিয়ে চলো শরাবখানায়
লাল মদ যাতে গন্‌গনে আঁচে
রক্তে রসের ভিয়েন বানায়।

পাবে না কো তুমি তার সাক্ষাৎ
পা বাড়াও যদি বীরবিক্রমে ;
হৃদয়, তবুও থেকো না কো ব'সে
সাধ্যমতন লাগো পুরোদমে।

আমার পাপের চেয়ে ঢের বড়
খোদার সে ক্ষমাসুন্দর রূপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন ফাঁস করো সে গুপ্তকথা ?
মুখে ছিপি আঁটো ; একদম চুপ।

একবার দেখ আমার এ কান
আর সে চূর্ণ অলক সখার ;
একবার দেখ আমার এ মুখ,
ধুলোমাখা ঐ শুঁড়ীর দুয়ার।

গর্হিত কোনো অপরাধ নয়
হাফিজ, তোমার এই সুরাপান ;
বাদ্‌শার বড় দয়ার শরীর
সমস্ত দোষ তিনি ঢেকে দেন ॥

ফুল ব'লে দেয়

গোলাপকুঞ্জে ফুলের গন্ধে
আমিও গেলাম রাত্রিপ্রভাতে
প্রেমার্ত বুলবুলের মতন
পারি যাতে আমি হৃদয় জুড়াতে।

চেয়ে দেখি লাল একটি গোলাপ
চোখেমুখে তার কী রক্তরাগ।
কৃষ্ণপক্ষ রাতের আঁধারে
কেউ যেন জ্বেলে দিয়েছে চেরাগ।

একটাই তার উদাসীনতা যে,
হাজার রকম ছলছুতো ক'রে
রূপ আর যৌবনের গর্বে
বুলবুলকেও আনে না নজরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়ে চেয়ে যার জলভরা চোখ
ও হে, সুন্দরী নারগিস্ ওটা ;
গজসুন্দরী দীর্ণ হৃদয়ে
দেখ, লেগে আছে রক্তের ফোঁটা।

ধারালো ফলার লকলকে জিভে
স্থলপদ্মের গাছ ধমকায় ;
হাঁ-সর্বস্ব লটকন্ দেখ
ঘুরে ফিরে খালি মুখনাড়া দেয়।

কারো হাতে ছিল আস্ত সুরাহি
বেহেড মাতাল একেবারে তারা
কারো বা হাতের চেটোয় পেয়ালা
সাকির মতই তারা মাতোয়ারা।

যৌবন দেয়, নাও উপহার
মধুমাস—নেয় ফুল যে রকম ;
রসুল কেবল বার্তাবাহক ;
পৌঁছিয়ে তাঁর কাজটি খতম॥

আশাভরসা

আমার হাজারো দুশমন যদি
আঁটে মতলব আমাকে মারার,
আমি একটুও ভয় করব না
যদি কাছে থাকো, বন্ধু আমার

মিলবেই সান্নিধ্য তোমার—
বাঁচায় আমাকে এই আশ্বাস ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি কাছে নেই অহরহ তাই
দেখাচ্ছে ভয় সমূহবিনাশ।

হাওয়া যদি ঘ্রাণে পৌঁছে না দেয়
প্রতি নিশ্বাসে তোমার সুবাস,
তবে আশাহত গোলাপের মত
ছিঁড়ে ফেলে দেব সব বেশবাস।

হবে দুঃখের, তোমার চিন্তা
ছেড়ে দিয়ে যদি দুচোখ ঘুমোয় ;
এও ভালো নয়, তোমার বিরহে
যদি নিশ্চুপ থাকে এ হৃদয়।

তুমি কাটো-ছেঁড়ো সেও ঢের ভালো
চাই না অন্য কারুর দাওয়াই ;
তুমি বিষ দিলে আপত্তি নেই
নেব না অন্যে যদি সুধা দেয়।

যথাযথভাবে তোমার স্বরূপ
কার দৃষ্টিতে ধরা ঠিক পড়ে ?
কার কী নজর তারই ওপর
কে কী দেখে সেটা নির্ভর করে।

তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেললেও
টানব না আমি রাশ কিছুতেই ;
নিতে পারো তুমি গর্দান, তবু
হাতটা থাকবে জিনের ফিতেয়।

হে হাফিজ, ঝনুকাঠের ধুলোয়
নত হয়ে তুমি মাথা পেতে দিও ;
দেখবে তাহলে বিশ্বের চোখে
তুমি হয়ে গেছ সকলের প্রিয়॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে কি পড়ে

আজও মনে পড়ে সেইসব দিন।
এসেছি যে একে অন্যের কাছে
বন্ধুত্বের টানে বাঁধা প'ড়ে—
সেসব দিন কি আজও মনে আছে?

ব্যথাবেদনার জরোজরো বিষে
ট'কে গেছে আজ সমস্ত দাঁত;
মনে পড়ে কেটেছিল কী মধুর
মাতালের কলগুঞ্জনে রাত?

যদি এও হয়, বন্ধুরা সব
এতদিনে ভুলে গিয়েছে আমায়;
আমি কিছুতেই পারি না ভুলতে
সহস্র স্মৃতি মনে প'ড়ে যায়।

দুর্ভাগ্যের শৃঙ্খলে বেঁধে
নিয়তি যতই করুক ভ্রূকুটি;
ভুলি না সেসব বন্ধুর হাত
ছুটে এসে যারা ধরেছিল মুঠি।

শত শত নদীনালা বহালেও
আমার অশ্রুময় দু'নয়ন,
মনে পড়ে যেন জিন্দারবাদ
আর তার সংলগ্ন কানন।

সে আলুলায়িত চূর্ণ অলক,
গোলাপের রঙে রাঙানো কপোল—
সেই দিন, সেই রাতের স্মৃতিকে
কেবলি বলছি দে দোল, দে দোল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই জমানায় কাউকে পাবে না
রাখা যায় যার ওপর আস্থা,
বন্ধু এবং বিশ্বাসীদের
পাওয়া যায় নিলে স্মৃতির রাস্তা।

কেউ কোনো খোঁজখবরও নেয় না
আজ ব্যথা সই একা মুখ বুঁজে ;
একদিন ছিল, হাত বাড়ালেই
বিপদে বন্ধু পাওয়া যেত খুঁজে।

হাফিজের পর তার গূঢ় কথা
ফাঁস না করাই ভালো অবশ্য ;
বার বার এনো স্মরণে তাঁদের
যাঁরা জানতেন সেই রহস্য ॥

সুসমাচার

সুখবর শোনো। হৃদয় আমার !
এসে গেছে এক খ্রীস্টের প্রাণ।
হাওয়ায় হাওয়ায় তার নিশ্বাসে
নাকে ভেসে আসে কী যে সুঘ্রাণ !

কেঁদো না ব্যথায় ; ক'রো না নালিশ !
মিনতি জানালে যাঁর সাড়া মেলে
তিনি আসছেন : এটা জানা গেল
কাল ভাগ্যের ছকে দান ফেলে।

খ্রীস্টের প্রাণ—প্রাণ বলতে নিশ্বাস, যীশু ফুঁ দিয়ে অসুখ সারাতেন (ঝাড়ফুঁক ?)। খ্রীস্টের মত আরোগ্যকারী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়েমনের দুনে দেখি যে আতস
সে সুখ নয় তো আমার একারই,
স্বয়ং মুশাও অগ্নিকণার
খোঁজে সেইখানে দিয়েছেন পাড়ি।

যারাই তোমার পথ বেছে নেয়
ইচ্ছেটা থাকে কাজ গোছাবার ;
আসতে তো কই দেখি না কাউকে,
বলতে গেলে, যে নয় উমেদার।

কিছুই জানি না কোথায় লক্ষ্য
জানি না পথের শেষ কোন্‌খানে ;
দূরাগত এক ঘণ্টার ধ্বনি
তবু অবিরাম ভেসে আসে কানে।

পানীয় কই হে ! পান্থশালায়
বিশ্বাসী সব বন্ধুরা ব'সে ;
এইখানে তারা আসে প্রত্যেকে
নিয়ে অভিলাষ যে যার মানসে।

বাগানের, আহা, সেই বুলবুল !
প্রশ্ন ক'রো না, 'কী খবর তার'—
এখানে বসেই শুনতে পাচ্ছি
খাঁচায় বন্দী তার চিৎকার।

হাফিজের দিল্‌ শিকার করাটা
বঁধুয়ার কাছে কিছুই তো নয় ;
জেনো বন্ধুরা, মাছিকে শা-বাজ
খাবায় পুরবে যেকোনো সময়॥

দুন—উপত্যকা। মুশা—বাইবেলের মোজেজ। পাহাড়ের ওপর আগুন পেয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধৈর্য, কেবল ধৈর্য

ঐ দিল্‌খুশ ঠোঁট দুটি থেকে
নিয়ত পরম সুখ আমি পাই ;
খোদার মেহেরবানিতে আমার
অপূর্ণ নেই কোনো বাসনাই।

পরুষ ভাগ্য, প্রিয়াকে সজোরে
বাহুডোরে বাঁধো ; কখনও চুমুক
দাও পেয়ালায়, কখনও প্রিয়ার
দিল্‌খুশ ঠোঁটে রাখো তুমি মুখ।

যত গোমুখ্যু বৃদ্ধ স্থবির
ভ্রষ্টাচারী যে মোল্লা ও শেখ
আমার মদ্যপান নিয়ে ওরা
বানাল আষাঢ়ে গল্প অনেক।

ঋষিদের মুখনিঃসৃত বাণী
জেনে গেছি আজ ওসব ফক্কা,
সাধুসন্তের হাত থেকে যেন
আল্লা আমাকে করেন রক্ষা।

হে প্রিয়া, তোমাকে কী ক'রে বোঝাই
তোমার বিরহে হৃদয়ে কী জ্বালা ;
শতধারে চোখে জল, শত বার
শুধু জ্বলন্ত নিশ্বাস ফেলা।

সরুঝাউ তার তনুর আকারে,
চন্দ্রিমা তার ফুটফুটে গালে,
যে ব্যথা জাগায় হৃদয়ে যেন তা
থাকে কাফেরের চোখের আড়ালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকলে প্রিয়ার প্রতীক্ষাগুণ
সবচেয়ে শ্রেয় সেই মাধুর্য।
মনে মনে তুমি দোয়া আওড়াও :
হে খোদা, ধৈর্য ! হে খোদা, ধৈর্য !

যে পথে গলায় ঝোলে উপবীত
বুঝো সেটা ভণ্ডামির মলাট ;
সুফীর ধর্মে, চলে না ওসব,
নেই কো আচারবিচারের পাট।

তোমার ও-মুখ দেখার বাসনা
হাফিজের ভ'রে দিয়েছে চিত্ত ;
ফলে, সে ভুলেছে রাতের দরূদ,
শাস্ত্রীয় সব প্রাতঃকৃত্য ॥

মার্জনা ক'রো

যদি অগোছালো তোমার ও-চুল
বাতাসের হাতে পড়ে একবার,
তাহলে যেখানে আছে যত দিল্
নিখিল শূন্যে হবে ছারখার।

প্রতীক্ষার যে নৌকো আমার
ভাসিয়ে দিয়েছি ব্যথার সাগরে,
দেখা যাক শেষকালে সে তক্তা
কোন্‌খানে ঠেলে নিয়ে যায় ঝড়ে।

তার মুখ চেয়ে যতটা যে পারে
ভাগ্যের দান ফেলে প্রত্যেকে ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা যাক, কার হাতের ঘুঁটিটা
কোন্ ঘরে পড়ে ; কে হারে, জেতে কে !

হৃদয়কে করে মুক্ত যে মদ
ছিঁড়ে দুঃখের বন্ধনজাল,
আসে যেই পালা আমার নেবার
দেখি সে বুকের খুনে লালে লাল।

চৈনিক মৃগনাভির সঙ্গে
মেলে বঁধুয়ার ঘনকালো চুল—
ব'লে থাকি যদি, মার্জনা ক'রো,
হয়ে গেছে মুখ ফস্‌কে ও-ভুল।

বিরহব্যথার হাতে হাফিজের
হৃদয়ের হাল খুব শোচনীয়,
সে হয়ে গিয়েছে আস্ত পাগল—
যা হয় প্রিয়ার বিচ্ছেদে প্রিয় ॥

আজব

তোমারই প্রেমের রূপ ধ'রে আছে
দেখ হে, আজবলীলার গাছটা ;
তোমার নির্বিকল্পে ফুটেছে
আজবলীলার কী পরাকাষ্ঠা।

নির্বিকল্পদশার অন্তে
দিয়েছিল ডুব যারা সমাধিতে,
আজবলীলার রসের সাগরে
ম'জে গিয়েছিল তারাও আদিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজবলীলার ধ্যানজ্ঞান যদি
একবার সেইখানে দেখা দেয়,
তাহলে নির্বিকল্প কিংবা
প্রেমিক প্রেমিকা পাবে না কো ঠাঁই।

যেদিকেই কান পাতি, শোনা যায়
আজবলীলার ব্যাপার-স্যাপার,
দেখাও এমন হৃদয়ের মুখ
যাতে নেই তিল আজবলীলার।

আজবলীলার জেল্লাজলুস
এসে দেখা দিল যে জায়গাটায়,
শ্রদ্ধাজনিত মানইজ্জত
জেনো, সেইখানে পেয়েছিল ঠাঁই।

হাফিজের গোটা অস্তিত্বই
আদ্যোপান্ত আপনাতে মেলে
প্রেমের মানসমুকুল ফোটানো
আজবলীলার ডালে আবডালে॥

প্রেমের ভাষা

হে পয়মন্ত সকালের হাওয়া,
ঠিকানা তো জানো, জানো রাস্তাও
খবর আমার পৌঁছিয়ে দাও
কী চাই বলতে তুমি জানো তাও।

তুমি রাজদূত, তোমার আশায়
চেয়ে আছি আমি দু'নয়ন মেলে ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি সবি জানো, আমার বার্তা
পৌঁছুনো যায় কোন্ পথে গেলে।

তাকে ব'লো, 'আমি এত কাহিল যে
আত্মা আমার হাত থেকে খসে ;
দয়া ক'রে দাও সে পদ্মরাগ
ফিরে পাবো প্রাণ যার সুধারসে।

'কথা দুটো আমি লিখেছি যেভাবে
তাতে আর কেউ পাবে না কো টের ;
তুমিও এমন ক'রে প'ড়ো যাতে
হয় শুধু বোধগম্য নিজের।

'তোমার অসির চিন্তাসূত্রে
জল ও তৃষ্ণা—এই আখ্যান ;
করেছ বন্দী প্রেমে, তুমি নাও
যেভাবে ইচ্ছে আমার এ প্রাণ।

'তোমার অমন স্বর্ণমেখলা
মেটাবে আমার, বলো, কোন্ আশা ?
তুমি জানো, তার অন্তর্গত
কোন্‌খানে বাঁধে রহস্য বাসা।'

ও হাফিজ, জেনো এই মামলায়
তুর্কি ও আরবিতে ভেদ নেই ;
তুমি ব'লে যাও প্রেমের গল্প
তোমার জানিত হর জবানেই ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপ্তগরজী

ও তুমি আপ্তগরজী, শোনো হে,
সর্বক্ষণ কী অত ঠেকার ?
ভালবাসা যদি না থাকে তোমার
দুনিয়ায় হবে সহায় কে আর ?

যেসব মানুষ প্রোমোন্মত্ত
ঘুরে বেড়িয়ো না তাদের মহলে,
তোমাকে সবাই এক ডাকে চেনে
যারা বুদ্ধির পথ ধ'রে চলে।

ওহে, তোমার ও ঘটে এতটুকু
নেই কো প্রেমের সে উন্মাদনা ;
যত ছাইপাঁশ, থাকার মধ্যে
দ্রাক্ষাসবের বেলেল্লাপনা।

পাণ্ডুর মুখমণ্ডল আর
ভারাক্রান্ত সে দীর্ঘশ্বাস
প্রেয়সী ও প্রাণসখার আর্তি
চোখের সামনে করেছে প্রকাশ।

হাফিজ, মোটেই পরোয়া ক'রো না
হোক খুব খ্যাতি, হোক পায়া ভারী ;
চেয়ে নাও এক পাত্র শরাব,
সাফ হবে মাথা, ভাঙবে খোঁয়ারি ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতাল

আমার ওপর কেন যে তোমার
অত রাগ, কেন অভিমান অত !
কতকালের যে এই সহবত
তারও তো রয়েছে দাবি ন্যায্যত।

আমার কথায় কান দাও, শোনো,
তোমাকে দিচ্ছি উপদেশ এই—
জেনে রেখে দিও, এর চেয়ে দামী
মুক্তো তোমার কোষাগারে নেই।

আকাশের চাঁদসূর্যের কাছে
তোমার ও-মুখ ঠিক দর্পণ ;
ম'দোমাতালেরা, বলো, কোন্‌দিন
তোমার মুখের পাবে দর্শন !

মাতালকে মিছে দিও নাকো গাল,
মুখ সাম্‌লে হে, শেখ, হুঁশিয়ার !
কারণ, তাহলে হবে অধর্ম,
লঙ্ঘিত হবে বিধান খোদার।

আমার দীর্ঘশ্বাসের আতসে
এতটুকু ভয়তরাসে তুমি না ;
যে আলখাল্লা জড়িয়েছ গায়,
আমি ঠিক জানি, সেটা পশমিনা।

দোহাই তোমার, শোনো প্রার্থনা
বেচারা এ হতভাগা মাতালের—
কাল রাতে বেঁচেছিল যে শরাব
অধমকে দিয়ে টানো তার জের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাফিজ, তোমার বুকের মধ্যে
যে কোরাণ আছে, তুলে নিয়ে হাতে
বলছি সত্য : তোমার যে গান
তার জুড়ি আর নেই দুনিয়াতে ॥

জীবনের ধাঁধা

ভোরে উঠে দেখি বেজায় খোঁয়ারি,
গিলেছি প্রচুর কালকে রাত্রে ;
তাই বাঁশি আর ঢোলকের তালে
চুমুক দিচ্ছি মদের পাত্রে।

সমানে চালাই ধারালো তীক্ষ্ণ
অঙ্কুশ আমি বুদ্ধির ঘটে,
অস্তিত্বের এ নগর ছেড়ে
যুক্তিতর্ক যাতে দূর হটে।

দেখাল যা সব রংঢং সেই
সুরাপসারিণী প্রেয়সী আমার,
দুনিয়া এখন চোখে ধুলো দিয়ে
বিপদে ফেলতে পারবে না আর।

ধনুকের মত বাঁকা ভুরুঅলা
সুরাপসারিণী সেই সাকি বলে,
'ব্যথাবেদনার জ্যামুক্ত শর
তোমাকে লক্ষ্য ক'রে ছুটে চলে।

'হবে না তোমার তিলার্ধ লাভ
এই কটিদেশ থেকে, জেনে রাখো ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতদিন সব কিছুর মধ্যে
সর্বদা শুধু নিজেকেই দেখ।

'অন্য কোথাও সে চেষ্টা করো
যদি ফেলবার সাধ হয় জাল,
আঙ্কা পাখির বাসা এত উঁচু
কিছুতেই তার পাবে না নাগাল।'

এক গেলাসের যেমন ইয়ার
তেমনি গায়ক, সাকিও তো একই ;
জল আর মাটি এসব ভাবনা
আদতে বাহানা, মূলে সব ফাঁকি।

সে রাজশ্রীর সঙ্গে মিলন
কে করতে পারে তেমন দুরাশা
শাশ্বতকাল ধ'রে চলে এই
নিজের সঙ্গে তার ভালবাসা।

কোনোদিকে কূলকিনারা দেখি না
সামনে দরিয়া অপার, অথই,
আনো শরাবের জলযান সেই
সুখে তাতে ভবসাগর পেরোই।

সরাইখানায় যারা এসেছিল
ছেড়ে গেছে একে একে তারা সব
কেবল তুমিই প'ড়ে আছ একা
ঢালো আর খাও, হে মহানুভব।

ও হাফিজ, এই জীবনটা ধাঁধা—
কারো জানা নেই এর উত্তর ;
অস্তিত্বের বাস্তবিকতা
অলীক কাহিনী, ফুস্‌মন্তর॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুসুমের মাস

কুসুমের মাস এলো, বন্ধুরা
এসো ফুর্তির ফোয়ারা ছোটাই—
প্রাণ ভ'রে মদ ঢালি আর খাই
কান রেখে বুড়ো মাজির কথায়।

কোথা গেল দিলদরিয়া মানুষ !
এদিকে সুখের দিন বয়ে যায় ;
কুশাসন বেচে মদ কেনা ছাড়া
থাকছে না আর অন্য উপায়।

মন্দমধুর বয় সুবাতাস
হে খোদা, পাঠাও সে তন্বঙ্গী—
আমরা যখন গোলাপী মদের
আসরে বসব, সে হবে সঙ্গী।

ঊর্ধ্বলোকের কলকাঠি-নাড়া
শয়তান ডাকু ঠক বাটপাড়
গুণীদের করে সর্বস্বান্ত—
সাধে রাগ হয় ? করি চিৎকার !

ফুটেছে কুসুম, তাকে সিঞ্চিত
করি নি আমরা শরাবের জলে ;
বিনা দোষে আজ আমরা পুড়ছি
অপূর্ণ বাসনার দাবানলে।

আমরা পেয়ালা থেকে ঢেলে খাই
তোফা স্বকপোলকল্পিত মদ ;
গায়ক ও সুরা ছাড়া বেশ আছি
নজর না দেয় বালাই আপদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও হাফিজ, কাকে বলি এই কথা
হয়েছে বড়ই শোচনীয় হাল,
বুলবুল যেন হয়ে গেছে বোবা
এসেছে যখন কুসুমের কাল ॥

বাউল হরিণ

হে উদ্‌ভ্রান্ত বাউল হরিণ,
তুমি আছ কোন্‌খানে কোন্ বনে !
তোমার আমার ভাব-ভালোবাসা
সেই কবে থেকে ! পড়ে না কি মনে ?

অসহায় খামখেয়ালী আমরা
দুজনে যে যার পথে চলি একা ;
একটি সামনে, একটি পিছনে
দুটি পথ আছে তাক ক'রে রাখা।

যেখানেই থাকো ছুটে চলে এসো,
ঘনিষ্ঠ হই তুমি আমি ফের,
কার কিবা হাল দেখি স্বচক্ষে
ব'সে মুখোমুখি পরস্পরের।

তোমার আমার ব্যবধানের যে
বেদনা রয়েছে, তার কথা থাক ;
তার চেয়ে এসো কার কী বাসনা
যতটুকু পারি জেনে নেওয়া যাক।

ওহে দেখ, ঘিরে ধ'রে আমাদের
ঘন জঙ্গল দেখাচ্ছে ভয় ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন চারণভূমি দেখছি না
যেখানে ঘুরলে আনন্দ হয়।

বলো, আর্তের কে ত্রাণকর্তা?
কে দীনবন্ধু? যদি মিতাহারী
খিজির দেখান পথ, তো সহজে
এই দুরত্ব লঙ্ঘাতে পারি।

২

হয়ত এসেছে সেই সুসময়
আল্লা যখন খোলেন বরাত;
চোখ বুঁজে যেই পাতা উল্টেছি
অমনি নজরে পড়ল আয়াৎ:

'মনে করো যাকারিয়ার উক্তি,
আল্লার কাছে তার প্রার্থনা:
তুমিই তো প্রতিপালক সবার
নিঃসন্তান আমাকে রেখো না।'

একবার এক মুসাফির দেখে
আরও একজন সেই পথে চলে:
তাকে কাছে ডেকে সেই মুসাফির
বলল তখন হেঁয়ালির ছলে:

'এই যে আসুন, বসুন আজ্ঞে—
কী রয়েছে মশায়ের থলিটিতে?
যদি গচ্ছিত থাকে কিছু দানা
পেতে দিন ফাঁদ তাহলে মাটিতে।'

শুনে তখন সে বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ,
সদাসর্বদা দানা কাছে রাখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে কী জানেন ? ধরার বাসনা
কেবল চিরঞ্জীব সেই পাখি ।'

'মৃত্যুঞ্জয় পাখি ধরবেন ?'
শুধাল আবার সেই মুসাফির :
'আপনার কাছে ঠিকানা আছে কি ?
জানেন, কোথায় সে পাখির নীড় ?'

'আমি কেন ? কেউ এ পর্যন্ত
জানে না কোথায় সে পাখির বাসা ;
তা ব'লে ভগ্নমনোরথ হয়ে,
বলি না, ছাড়তে হবে তার আশা ।'

৩

চিরপুরাতন সে সহযাত্রী
ভারী বেআদব তার ব্যবহার ;
হা মুসলমান, যো মুসলমান
হায় খোদা ব'লে করি চিৎকার ।

সে বিচ্ছেদের তলোয়ার দিয়ে
আঘাত এমন হেনেছে কঠিন,
মনে হবে যেন তার ও আমার
মধ্যে ছিল না ভাব কোনোদিন ।

শোকে পরিণত ক'রে সব সুখ
ফিরে চলে গেল সে তো তারপর ;
কখনও এমন ঘোর অবিচার
ভাই করে না কো ভাইয়ের ওপর ।

যাতে খুঁজে পায় পরস্পরকে
জোড়ভাঙা বিচ্ছিন্ন আত্মা ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই মিতাহারী খিজির হয়ত
পদাঙ্কে তাঁর দেখান রাস্তা।

দেখবে যখন সে শালপ্রাংশু
যাবে কাফেলার সঙ্গে পা ফেলে,
ব'সে থেকে সরুঝাউয়ের তলায়
ক'রো অপেক্ষা দুই চোখ মেলে।

মধুমাস আর মদের পেয়ালা
ওহে, তুমি রেখো নিয়ত মাথায় ;
মদোন্মত্ত জ্যোতিশ্চক্র
দেখো, যেন বিস্মরণে না যায়।

ঝর্ণার ধারে, নদীর কিনারে
অশ্রু তোমার করো বর্ষণ ;
বন্ধু ও গতাসুদের সঙ্গে
নিভৃতে চলুক স্বাগতভাষণ।

বসন্তে আকাশে কী ঘনঘটা
ভিড়ে যাও আজ সেই দঙ্গলে ;
অশ্রু ঝরিয়ে মেঘ কাছে এলো,
ধরো তার হাতে নয়নের জলে।

৪

কাগজের গায় মুহূর্তে যেই
লেখা শুরু করে কলম আমার,
প্রকৃতির বুকে যা কিছু নিহিত
সব রহস্য টেনে করে বার।

বুদ্ধি এবং আমার আত্মা—
তারা একাকার হয় নিজে নিজে ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটিতে ফুটবে মানসমুকুল ;
তাদের মিলনসম্ভূত বীজে।

আহরণ ক'রে আনো সৌরভ
বিধুর সে আশাআকাঙ্ক্ষা থেকে
শাশ্বতকাল সেই সুগন্ধ
আত্মার নাকে থাকে যেন ঠেকে।

চূর্ণ অলক থেকে এক পরী
মৃগনাভির এ গন্ধ ছড়ায় ;
না, অরণ্যের হরিণ নয় সে
মানুষ দেখে যে বিষম ডরায়॥

জানতে চেয়ো না

সইতে হয়েছে কী ব্যথাবেদনা
ভালোবেসে তাকে—
জানতে চেয়ো না।

তার বিচ্ছেদে ঢেলেছি যে, ইস্
কণ্ঠে কী বিষ—
জানতে চেয়ো না।

ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে আমি কিভাবে দুনিয়া
পেয়েছি এ প্রিয়া—
জানতে চেয়ো না।

কী চেয়ে তোমার ও-দোরগোড়ায়
অশ্রু ঝরাই—
জানতে চেয়ো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি বিনে থাকি গরিবখানায়
কী যন্ত্রণায়—
জানতে চেয়ো না।

কাল রাতে তার মুখ থেকে নিজে
শুনলাম কী যে—
জানতে চেয়ো না।

ওল্টানো রাঙা ও-ঠোঁটে আমার
কোন্ অধিকার—
জানতে চেয়ো না।

প্রেমপথে হাফিজের পায় পায়
এলাম কোথায়—
জানতে চেয়ো না॥

অতুলনীয়

মিলবে না ক্ষণেকের যন্ত্রণা
যদি তুমি গোটা পৃথিবীও দাও ;
বেচে নমাজের আসন যে মদ
কিনবে তাতেও বেশ মোটা দাঁও।

শুঁড়িরা গণ্য করবে না ওটা
তুল্যমূল্য এক পাত্রেরও ;
ব্রহ্মচর্য একেবারে বাজে—
হায় খোদা, একি কপালের গেরো !'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোক ঝকমকে বাদ্‌শার তাজ—
ভয় তার, হবে কখন কোতল ;
লোভনীয় বটে মুকুট, কী লাভ
দেয় যদি মাথাব্যথাই কেবল ।

বেদলের লোক তেড়ে এসে বলে,
'সরাইতে মাথা গলাস্‌ নে, যা তো'
আমার মাথাটা নয় দেহলির
ধূলিরও যোগ্য ? বাঃ, বেশ মজা তো !

যে চাইছে মন কাড়তে তোমার
ঢের ভালো তাকে মুখ না দেখানো ;
সৈন্যেরা যদি হয় নাজেহাল
তাহলে রাজ্য জয় করা কেন !

বন্ধুরা সব এবং স্বদেশ
মানুষের পায়ে পরায় যে বেড়ি ;
তা নইলে শুধু পারস্য কেন,
থাকত না টান খোদ বিশ্বেরই ।

আগে ভাবা গিয়েছিল দরিয়ায়
দুঃখ ও ক্লেশ কিছু না এমন ;
একটিও ঢেউ খেতে রাজী নই
একশো মুক্তো পেলেও এখন ।

যাও, সন্ধান করো মহাসুখ
সহজভাবের কোণে ঠাঁই নিও ;
একদণ্ডও থেকো না বিরস
দেয় যদি সসাগর মেদিনীও ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাফিজের মত হও মহাসুখী,
ছাড়ো এ ফিচেল খল সংসার ;
ইতরের তিলমাত্র নিও না
পেলেও মুক্তো দু'চার হাজার ॥

এনে দাও

পড়ে যদি বঁধুয়ার মঞ্জিল
পথে যেতে, ও হে পুবের বাতাস,
তবে তুমি তার কুন্তল থেকে
বয়ে এনে দিও অমৃতসুবাস।

আমার বধুর মাথার দিব্য,
জলছড়া দেবে আমার আত্মা
কৃতজ্ঞতায় ; যদি তুমি আনো
তার কাছ থেকে কুশলবার্তা।

তার মঞ্জিলে ঢোকা সম্ভব
নাও যদি হয় তোমার পক্ষে,
তার দেহলির ধুলো বয়ে এনো
তা দিয়ে কাজল পরব চক্ষে।

আমি প্রেয়সীর মিলনভিখারী
পথের ফকির এক নগণ্য,
স্বপ্নেই শুধু আমার লভ্য
হয়ত প্রিয়ার রূপলাবণ্য।

কেঁপে কেঁপে ওঠা খড়ের মতন
হৃদয় আমার হয় উত্তাল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাই আমি নলদণ্ডের মত
তোমার ও-বরতনুর নাগাল।

আমাকে যে কানাকড়িরও মূল্য
দেয় না বঁধুয়া তাতে নেই ভুল ;
আমি যদি দিই তামাম দুনিয়া
মিলবে না তার একটিও চুল।

ঘুরতে ঘুরতে যদি কোনো রাতে
সে-গলিতে গিয়ে পড়ি দৈবাৎ
পৌঁছে তোমার সিংহদুয়ারে
দর্শাবো আমি কোন্ অজুহাত ?

হৃদয়ের যদি এই দশা হয়
পড়েনি যখন গলায় জোয়াল,
একবার হলে বধূর গোলাম
হাফিজের হবে তখন কী হাল ?

স্বাগতম্

স্বাগতম্, শুভবার্তা-বাহক !
দিন ভালো যাবে, এসো শুভানন,
কী খবর ? এলে কোন্ পথ দিয়ে—
বলো পাখি, আছে বন্ধু কেমন ?

হে খোদা, শুরুর সে শুভদিনটি
কাফেলাকে যেন নিরাপদে রাখে ;
দুশমন যেন ধরা পড়ে জালে,
বন্ধু নিত্য যেন পাশে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আছি, আছে বঁধুয়া আমার
এই গল্পের শেষ নেই কোনো ;
কেননা নেই কো যার আরম্ভ
সে মেনে নেয় না অন্ত কখনও।

ফুল পেয়ে গেছে বেশি আহ্লাদ—
তুমি একবার দেখাও তো মুখ !
ভালো নয় সরুঝাউয়ের দেমাক—
একবার হাঁটো, দুনিয়া দেখুক।

স্বর্গশিখরে করেছে কূজন
আমার যে প্রাণপাখি এতকাল
তোমার গালের তিল দেখে শেষে
নিজে সেধে পরে বন্ধনজাল।

আমাকে যখন প্রিয়ার অলক
যজ্ঞসূত্র ফরমাশ দেয়,
যাও ভাগো, শেখ ! অধর্ম হবে
যদি আমি নামাবলী দিই গায়।

তোমার ভ্রূ দেখে মজেছে হাফিজ
মনে হয়, তার একটি কারণ—
মিনারের গম্বুজের তলায়
লেখকেরা সব বেছে নেয় কোণ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বর্গত হাফিজের সঙ্গে স্বগত আলাপ

আমি বললাম, 'হয়েছ ভ্রান্ত,
নাও নি কো তুমি সঠিক পন্থা।'
সে বলে, 'কী আর করা যাবে, বলো—
অদৃষ্ট সবই, বিধি নিয়ন্তা।'

বলি, 'চেয়েছিলে এক হয়ে যেতে,
মেটান সে আশা অন্তর্যামী।'
সে বলে, 'চাই নি ঠিক এইভাবে
খোদার সঙ্গে এক হতে আমি।'

শুধোলাম তাকে, 'এই দুর্দশা
হল আজ কার কুসংসর্গে?'
সে বলে, 'আমারই মন্দভাগ্য
থাকে যে নিত্য আমার সঙ্গে।'

শুধাই, 'ও চাঁদ, কেন তুলে নিলে
আমাতে তোমার অচলা ভক্তি?'
সে বলে, 'জ্যোতিশ্চক্র বৈরী,
কারণ আমার অন্যাসক্তি।'

বলেছি, 'সুখের পেয়ালা দেদার
ঢেলেছ গলায় এর আগে রোজ।'
সে বলে, 'সবার শেষেরটিতেই
পাই বিশল্যকরণীর খোঁজ।'

বলি, 'আঁকা হল তোমাকে নিয়ে তো
অবিশ্বাসের কতই না ছবি।'
সে বলে, 'ললাটপটে লেখা আছে—
দেখ হে, আদ্যোপান্ত ও-সবই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বলি, 'অত ব্যস্ততা কেন,
যেতে তো এখনও আছে ঢের দেরি !'
বলল সে, 'দেখেশুনে মনে হয়
এ নির্ঘণ্ট স্বয়ং কালেরই ।'

আমি শুধোলাম, 'তুমি ছেড়ে গেলে
কোন্ যুক্তিতে হাফিজকে, হায় !'
বলল সে, 'ছিল মনের গহনে
নিয়ত আমার এ-অভিপ্রায় ॥'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাফিজ-এর মূল কবিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

আল্লা য়া আহিয়া উস্‌সাকী
আদির্‌কা সা ৰ নাৰিল হা
কি ইশ্‌ক্‌ আঁসা নমুদ অব্‌বল
ৰলে উফ্‌তাদ মুশ্‌কিল হা।

ব বু-এ-নাফা কি আখির
সবা য তুর্‌রা বকুশায়দ
য তাবে জাদে মুশকিনশ্‌
চি খুঁ উফ্‌তাদ দর দিল্‌হা।

মরা দর মনযিলে জানাঁ
চি অম্‌ন্‌ ৰ ঐশ্‌ চুঁ হরদম
জরস ফরিয়াস মীদারদ্‌
কি বরবন্দীদ মহ্‌মিল হা।

শবে তারীক ৰ বীমে মৌজ
ৰ গিরদারে চুনীঁ হায়ল
কুজা দানন্দ্‌ হাল-এ-মা
স্বুবুকসারানে সাহিল হা।

ব ময় সজ্‌জাদা রঙ্গীঁ কুন
গরৎ পীরে মুগাঁ গোয়দ
কি সালিক বেখবর নবুঅদ
য রস্‌মো রাহে মন্‌যিল হা।

হমা কারম য খুদকামী
ব বদনামী কুশীদ আখির
নিহাঁ কে মানদ আঁ রাযে
কি য বে সাযন্দ মহ্‌ফিল হা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুযুরী গরহমী খাহী
অয উ গায়ব মশৌ হাফিয
মতী আ তল্খ্ মন তহ্ৰা
দ এ আল্লাহ নয়াৰ অম্ হিল্হা ॥

২

স্থলাহে কার কুজা
ৰ মন খরাব কুজা
ববীঁ তফাৰতে রাহ
অয কুজাস্ত্ তা কুজা।

চি নিস্বতস্ত্ বরিন্দী
স্থলাহো তকৰা রা
স্থমা-এ ৰায কুজা
নগ্মা-এ-রবাব কুজা।

দিলম্ য স্থমিয়া বগিরফ্ৎ
ৰ খিরকা-এ-সালূস
কুজাস্ত্ দৌরে মুগাঁ
ৰ শরাব কুজা।

বশুদ য য়াদে খুলশ
য়াদে রোযগারে ৰিসাল
খুদ আঁ করিশ্মা কুজা
রফ্ৎ ৰ আঁ ইতাব কুজা।

য রূ-এ-দোস্ত্
দিলে দুশমনাঁ চি দর য়াবদ
চিরাগে মুর্দা কুজা
শমএ আফতাব কুজা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৰী সেবে যনখদাঁ
কি চাহে দর রাহস্ত্
কুজা হমী রৰী ঐ দিল্
বদীঁ শিতাব কুজা

চু কু হলে বীনশে মা
খাকে আস্তানে শুমাস্ত্
কুজা রৰেম বফর্মা
অযীঁ জনাব কুজা।

করার ৰ খ্ৰাব য হাফিয
তমূঅ মদার ঐ দোস্ত্
করার চীস্ত্ সবুরী কুদাম
ৰ খ্ৰাব কুজা॥

৩
অগর আঁ তুর্ক-এ-শিরাযী
বদস্ত আরদ দিল-এ-মারা
বখাল-এ হিন্দৰশ বখ্শম
সমরকন্দ ৰ বুখারারা।

বদহ সাকী ময়-এ-বাকী
কি দর জন্নৎ ন খাহী য়াফ্ৎ
কিনার-এ-আব-এ রুকনাবাদ
ৰ গুলগশ্ৎ-এ-মুসল্লারা।

য ইশ্কে না তমাম-এ-মা
জামাল-এ-য়ার মুস্তগনীস্ত্
ৰ আব-ৰ-রঙ্গ-ব-খাল-ৰ-খৎ
চি হাজৎ রু-এ-যেবারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন অয আঁ হুস্ন-এ-রোষ অফযুঁ
কি য়ুসুফ দাশ্‌ৎ দানস্তম্‌
কি ইশ্‌ক্‌ অয পর্দা-এ-অস্‌মৎ
বয়রূঁ আবর্দ্‌ যুলেখারা।

হদীসে অয মুৎরিব-ব-ময়
গোই ব রাজ-এ-দহর কম্‌তর জো
কি কস ন কশুদো-কশায়দ
বহিকমত ই মুঅম্মারা।

নসীহৎ গোশ কুন জানঁ
কি অয জাঁ দোস্ত্‌তর দারন্দ্‌
জবানান-এ-সআদৎমন্দ্‌
পন্দ-এ-পীর-এ-দানারা।

বদম গুফ্‌তী ব খুরসন্দম
অফাকুল্লাহ্‌ নকু গুফ্‌তী
যবাব-এ-তল্‌খ্‌ মীসাজদ
লব-এ-লাল-এ শক্কর খারা।

গযল গুফ্‌তী ব দুর্‌র্‌ সুফ্‌তী
বয়া ব খুশ বখাঁ হাফিয
কি বর নয্‌ম্‌-এ-তু অফ্‌শানদ
ফলক উক্‌দ্‌-এ-সুরেইয়ারা॥

৪

সবা বলুৎফ্‌ বগো আঁ
গয্‌যাল-এ-রানারা
কি সন বকোহো-বয়াবাঁ
তু দাদা মারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব শুক্‌রে আঁ কি তু ই
বাদ্‌শাহ-এ-কিশ্বর-এ-হুস্‌ন্‌
ব য়াদ আর গরিবানওএ-
দশ্‌তো সহরা রা।

শক্কর ফরোশ কি উম্রশ
দরায বাদ চি রা
তফক্‌কুদে নকুনদ তুতী
এ-শক্কর খারা।

শুরুরে হুস্‌ন্‌ ইজাযৎ
মগর নদাদ ঐ গুল
কি পুর সিশে নকুনী
অন্দলীবে শৈদা রা।

ব হুস্‌নে খুল্‌ক্‌ তর্‌বাঁ
কর্দ্‌ অহ্‌লে নযর
ব দামো দানা নগীরন্দ্‌
মুর্গে দানা রা।

চুঁ বা হবীব নশীঁ ব
বাদা পৈ মাই
ব য়াদ আর হরীফানে
বাদা পৈ মারা।

ন দানম অয চি সবব
রংগে আশ্‌নাই নীস্ত্‌
সহী কদানে সিয়াহ্‌ চশ্‌মে
ব মাহে সীমা রা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুয ই কদ্‌র্‌ ন তর্বা গুফ্‌ৎ
দর জমালে তু ঐব্‌
কি খালে মেহরো বফা নীস্ত্‌
রূ এ যেবারা।

দর আস্‌মাঁ চি অজব গর য
গুফ্‌তা এ হাফিয
সুমা এ যুহ্‌রা বরকৃস্‌
আবদ মসীহারা॥

৫

রৌনকে অহদে শবাবস্ত
দিগর বোস্তাঁরা
মী রসদ মুয্‌দা-এ-গুল
বুলবুলে খুশ ইলহাঁরা।

এ সবা গর ব জবানানে
চমন বায রসী
খিদ্‌মতে মা বরসা সর্বো
গুলোবো রীহাঁরা।

তরসম আঁ কৌম কি বর
দুর্দ্‌কশাঁ মীখন্দদ
দর সরে কারে খরাবাৎ
কুনন্দ ইমাঁরা।

য়ারে মর্দানে খুদাবাশ কি
দর কশ্‌তী-এ-নূহ্‌
হস্ত পাকে কি বাবে
ন গিরদ তুফাঁরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরো অয খানা-গর্দ্‌ঁ
বদর ব নঁা মতলব
কি ই সিয়াহ্‌ কাসা দর আখির
ব কুশদ মহ্‌মঁারা।

গর চুনীঁ যলবা কুনদ
মুগবচ্চা বাদাফরোশ
খাকরোবে দরে ময়খানা
কুনম মিযগাঁ রা।

ন শবী বাকিফ ইক নুক্‌তা
য অসরারে বজুদ
গর তু সর গশ্‌তা শবী
দায়রা-এ-ইমকাঁ রা।

হর করা খবাবগাহ্‌ আখির
বদো মুস্তে খাকস্ত্‌
গো চি হাজৎ কি বর
অফ্‌লাক কশী ইবারা।

দর সরে যুল্‌ফ্‌ ন দানম
কি চি সৌদা দারী
কি বহম বর জদা-এ-গেসু-এ
মুশ্‌ক্‌ অফ্‌শাঁরা।

মুল্কে আযাদগী ব কুন্‌জে
কনাঅৎ গন্‌জেত্তস্ত্‌
কি ব শমশীর ময়স্‌সর
ন শবদ সুলতাঁরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাফিয ময় খুর ব রিন্দী
কুন্ ব খুশ্‌বাশ বলে
দামে তজবীয মকুন চুঁ
দিগরাঁ কুরুআঁ রা ॥

৬

বয়া কি কস্রে অম্‌ল্ সখ্‌ৎ
স্থস্ত্ বুনিয়াদস্ত্
বয়ার বাদা কি বুনিয়াদে
উম্‌র্ বরবাদস্ত্ ।

গুলামে হিম্মতে আনম
কি যেরে চর্খে কবুদ
য হর চি রংগে তআল্লুক
পযীরদ আযাদস্ত্ ।

চি গোয়মৎ কি ব ময়খানা
সরোশে আলমে গৈবম
দোশ মস্তো খরাব
চি মুয্‌দহা দাদস্ত ।

কি ঐ বলন্দ্ নযর
শাহবায সিদ্‌রানশীঁ
নশেমনে তু নইঁ কুন্‌জে
মেহনতাবদস্ত্ ।

তুরা য কুংগ্‌রা-এ-অর্শ্
মীযনদ সফীর
ন দানমৎ কি দর ঈ দাম
গাহ্ চি উফ্‌তাদস্ত্ ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নসীহতে কুনমৎ য়াদ গীর
ব দর অমূল আর
কি ই হদীসে য পীরে
তরীকতম য়াদস্ত্ ।

রযা ব দাদা বদেহ্ ব
য জবী গিরহ্ বকুশাই
কি রর মনো-তু দরে
ইখ্তিয়ার ন কুশাদস্ত্ ।

গমে জহাঁ মখুর ব পন্দে
মন মবর অয য়াদ
কি ই লতীফা-ই-ইশ্কম
য রহরবেঁ য়াদস্ত্ ।

মজৌ দুরুস্তী-এ-অহদ অয
জহানে সুস্ত নিহাদ
কি ই অযুযা অরুসে
হযার দামাদস্ত্ ।

নিশানে অহদো বফা নীস্ত্
দর তবস্সুমে গুল
বনাল বুলবুলে বেদিল
কি জারে ফরিয়াদস্ত্ ।

হসদ চি মীবরী ঐ সুস্ত্
নযম বর হাফিয
কবুলে খাতির ঁব লুৎফে
সুখন খুদা দাদস্ত ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

যুল্‌ফ্‌ আশুফ্‌তা ৰ খী করদা
ৰ খন্দা লব ৰ মস্ত্‌
পৈরহন চাক ৰ গযল খ্‌ৰা
ৰ সুরাহী দরদস্ত্‌ ।

নরগিসশ অর্বদা খু ৰ
লবশ অফসোস কুনা
নীম্‌শব দোশ ববালীনে
মন আমদ বনিশস্ত্‌ ।

সর ফরা গোশে মন আৰ্দ
ৰ বআৰাযে হযীঁ
গুফ্‌ৎ ঐ আশিকে শোৱীদা
এ মন খ্‌বাবৎ হস্ত্‌ ।

আশিকেরা কি চুনীঁ
বাদা-এ-শবগীর দহন্দ
কাফিরে ইশ্‌ক্‌ বুঅদ
গর নবুদ বাদা পরস্ত্‌ ।

বরৌ ঐ যাহিদ ৰ বর
দুর্দ্‌কশাঁ খুর্দামগীর
কি দাদন্দ জুয ই
তোহ্‌ফা রোযে অলস্ত্‌ ।

আঁ চি উ রেখ্‌তম ব
পৈমানা-এ-মা
অগর অয খুমরে বিহিশ্‌তস্ত
ৰ অয বাদা-এ-মস্ত্‌ ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খন্দা-এ-জামে-ময় ৰ
যুল্‌ফে গিরহগীরে নিগার
ঐ বসা তোবা কি চুঁ ব
তোবা-এ-হাফিয বশিকস্ত্‌ ॥

৮

শিগুফ্‌তা শুদ গুলে হম্‌রা
ৰ গশ্‌ৎ বুলবুল মস্ত
সদা এ সর খুশী ঐ
আশিকানে বাদা পরস্ত ।

অসাসে তোবা কি দর
মহকমী চুঁ সংগ্‌নমুদ
ববীঁ কি জামে যজাযী
চি গুনা অশ বশিকস্ত ।

ববালো পর মরৌ অয
রহ্‌ কি তীরে পুর তাবে
হৰা গিরফ্‌ৎ যমানে ৰলে
ব খাক নিশস্ত ।

অয ই রৰাকে দো দর
চুঁ যরুরস্ত রহীল
রৰাকে তাকে মইশ্‌ৎ চি
সর বলন্দ ৰ চি পস্ত্‌ ।

ব 'হস্ত' ৰ 'নীস্ত' মরন্‌জঁা
যমীর ৰ খুশবাশঁ
কি 'নীস্ত' হস্ত সর অন্‌জামে
হর কমাল কি হস্ত্‌ ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকোহে আসিফি ৰ অস্পে
বাদ ৰ মস্তকে তয়্য়র
ব বাদ রফ্‌ৎ ৰ অয আঁ
খ্‌ৰাযা হেচ্‌ তরফ ন বস্ত্‌ ।

বয়ার বাদা কি দর
বারগাহে ইস্তগনা
চি পাসবাঁ ৰ চি সুলতাঁ চি
হোশিয়ার ৰ চি মস্ত্‌ ।

জবানে কিল্কে তু হাফিয
চি শুক্‌রে আঁ গোয়দ
কি তোহ্‌ফা-এ-শুখনশ
বুরন্দ দস্ত্‌ বদস্ত্‌ ॥

৯

গুল দর বর ৰ ময় দর কফ
ৰ মাশুকা ব কামস্ত্‌
সুলতানে জহানম ব
চুনীঁ রোয গুলামস্ত্‌ ।

গো শম্‌অ মআরদ দর ই
বয্‌ম্‌ কি ইম্‌শব
দর মজলিসে মা মাহে
রুখে দোস্ত তমামস্ত্‌ ।

দর মযহবে মা বাদা
হালালস্ত ৰ লেকিন
বে রু-এ-তু ঐ সবে
গুল অন্দাম হরামস্ত্‌ ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোশম হমা বর কৌলে নৈ
ৰ নগ্‌মা-এ-চংগ্‌অস্ত্‌
চশ্‌মম্‌ হমা বর লালে
লবো গর্দিশে জামস্ত্‌ ।

দর মজলিসে মা ইৎর্‌
মআমেয কি জাঁ রা
হর লহ্‌যা য গেস্থএতু
খুশ্‌বু-এ-মশামস্ত্‌ ।

অয চাশ্‌নী-এ-কন্দ মগো
হেচ্‌ ৰ য শক্কর
য আঁ রু কি মরা বা লবে
শীরীনে তু কামস্ত্‌ ।

অয নংগে কি চি গোই কি
মরা নাম য নংগস্ত্‌
ৰ য নাম চি পুরসী কি
মরা নংগে য নামস্ত্‌ ।

ময় খ্‌ৰারা ৰ সরগশ্‌তা
ৰ রিন্দম ব নযরবায
ৰ আঁ কস কি চুঁ মা নীস্ত
দর ইঁ শহর কুদামস্ত্‌ ।

বা মোহৎসিবম ঐব্‌
মগোয়দ কি উ নেয
পৈৰস্তা চুঁ মা দর
তলবে ঐশে মুদামস্ত্‌ ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা গন্‌জে গমত
দর দিলে মুকীমস্ত
পৈৰস্তা মরা কুন্‌জে
খরাবাৎ মকামস্ত্‌ ।

হাফিয মনশীঁ বেময়
ৰ মাশুকা যমানে
কি অয়.য়ামে গুলো য়াস্‌মীন
ৰ ঈদে সয়ামস্ত্‌ ॥

১০

স্থব্‌হদম মুর্গে চমন বা গুলে
নো খাস্তা গুফ্‌ৎ
নায কম কুন কি দরীঁ বাগ
বসে চুঁ তু শিগুফ্‌ৎ ।

গুল ব খন্দীদ কি অয
রাস্ত ন রন্‌জেম ৰলে
হেচ্‌ আশিক স্থখনে তল্‌খ্‌
ব মাশুক নগুফ্‌ৎ ।

গর তম্‌অ দারী অয আঁ
জামে মুরস্‌সা ময়ে লাল
দুর্‌র্‌ ৰ য়াকূৎ ব নৌকে
মিযায়ৎ বায়দ স্থফ্‌ৎ ।

তা অবদ বু-এ-মহব্‌বৎ
ব মশামশ ন রসদ
হর কি খাকে দরে ময়খানা
ব রুখ্‌সারে ন রুফ্‌ৎ ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর গুলিস্তানে ইরম দোশ
চুঁ অয নুৎফে হবা
যুল্‌ফে সম্‌বুল য নসীমে
সহরী মী আশুফ্‌ৎ।

গুফ্‌তম ঐ মসনদে জম
জামে জহাঁ বীনৎ কু
গুফ্‌ৎ অফসোস কি আঁ
দৌলতে বেদার বখুফ্‌ৎ।

সুখনে ইশ্‌ক্‌ ন আনস্ত
কি আয়দ ব জুবাঁ
সাকিয়া ময় দহ্‌ ব কোতাহ্‌ কুন্‌
ঈ গুফ্‌তো সুনুফ্‌ৎ।

অশ্‌কে হাফিয খিরদো সব্‌র্‌
ব দরিয়া অন্দাখ্‌ৎ
চি কুনদ সোযে গমে ইশ্‌ক্‌
ন আরস্ত ন হুফ্‌ৎ॥

১১

এ হুদহুদে সবা ব সবা
মী ফরস্তমত
ব নিগর কি অয কুজা তা কুজা
মী ফরস্তমত।

হৈফস্ত তাইরে চুঁ দর
খাকদানে দহর
য ঈজা ব আশিয়ানে বফা
মী ফরস্তমত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর রাহে ইশ্‌ক্‌ মরহলা-এ
কুর্বো বুঅদ নীস্ত
মী বীনমত অয়্যাঁ ব দুআ
মী ফরস্তমত।

হর সুবহ-ব-শাম কাফিলা
অয দুআ-এ-খৈর
দর সোহবতে শুমাল ব সবা
মী ফরস্তমত।

দর-রূ-এ-খুদ তফর্‌রুযে
সন্‌অ-এ-খুদা-বকুন
কি আইনা-এ-খুদা-এ নুমা
মী ফরস্তমত।

তা লশ্‌করে গমৎ ন কুনদ
মুল্কে দিল্‌ খরাব
জানে অযীযে খুদ ব ফিদা
মী ফরস্তমত।

হরদম গমে ফরস্ত মরা
ব বগো বনায
কি ঈ তোহ্‌ফা অয বরায়ে খুদা
মী ফরস্তমত।

ঐ গায়ব অয নযর কি শুদী
হমনশীনে দিল্‌
মী গোয়মৎ দু আ ব সনা
মী ফরস্তমত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা মুৎরিবা য শৌকে
মনৎ আগহী দহন্দ
কোলো গযল ৰ সায ৰ নবা
মী ফরস্তমত।

সাকী বয়া কি হাতিফে গৈবম
ৰ মুযদহা গুফ্‌ৎ
বা দর্দ সব্‌র্‌ কুন কি দৰা
মী ফরস্তমত।

হাফিয সরোদে মজলিসে
মা যিক্‌রে খৈরতস্ত
তাজীল কুন কি অস্‌প ৰ কবা
মী ফরস্তমত॥

১২

সাল্‌হা দিল্‌ তলব জামে
জম অয মা মীকর্দ
ৰ আঁ চি খুদ দাশ্‌ৎ য
বেগানা তমন্না মীকর্দ।

গোহরে কি য সদফে
কোনো মকা বৈরূনস্ত
তলব অয গুম শুদগাঁ
লবে দরিয়া মীকর্দ।

মুশ্‌কিলে খেশ্‌বর পীরে মুগাঁ
বুর্‌দম দোশ
কি উ বতাইদে নযর
হল্লে মুঅম্‌মা মীকর্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীদমশ খুর্‌রমো খন্দাঁ
কদহে বাদা বদস্ত
ৰ অন্দর আঁ আইনা
সদ্‌গূনা তমাশা মীকর্দ।

গুফ্‌তম ই জামে জহাঁবী
কে দাদ হকীম
গুফ্‌ৎ আঁ রোয কি ই
গুম্‌বদে মীনা মীকর্দ।

ফৈজে রুহুলকুদ্‌স্‌ অর
বায মদদ ফরমায়দ
দিগরাঁ হম বকুনন্দ আঁ
চিঁ মসীহা মীকর্দ।

গুফ্‌ৎ আঁ য়ার কি য উ
গশ্‌ৎ সরে দার বলন্দ
জুর্মশ ই বুদ কি অসরার
হুৰেদা মীকর্দ।

আঁ হমা শোব্‌দাহা
অক্‌ল্‌ কি মীকর্দ আঁজা
সামরী পেশে আসা ৰ
য়দে বৈযা মীকর্দ।

গুফ্‌ৎমশ সিল্‌সিলাএ
যুল্‌ফে বুতাঁ দানী চীস্ত
গুফ্‌ৎ হাফিয গিলা অয
শবে য়ল্‌দা মীকর্দ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩

গুলামে নর্গিসে মস্তেতু
তাজদারানন্দ
খরাবে বাদা-এ-লালা-এ-তু
হোশিয়ারানন্দ।

তুরা হয়া ৰ মরা আবেদীদ
শুদ গুম্‌মায
ৰরনা আশিক-ৰ-মাশুক
রাযদারানন্দ।

ব যেরে যুল্‌ফে দোতা চুঁ গুযর
কুনী বনিগার
কি অয য়মীন-ৰ-ইসারৎ
চিঁ বেকরারানন্দ।

নসীবে মাস্ত বিহিশ্‌ৎ ঐ
খুদাশনাস বৈরো
কি মুস্তহকে করামৎ
গুনহ গারানন্দ।

ন মন বর আঁ গুলে আরিয
গযল সরা এম ৰ বস
কি অন্দলীবে তু অয
হর তরফ হযারানন্দ।

তু দস্তগীর শৰ ঐ খিয্‌রে
পৈ খযস্তা কি মন
পিয়াদা মী রৰেম ৰ
হমরাহান সৰারানন্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়া বমৈকদা ৰ চেহরা
অর্গ্‌বানী কুন
মরো ব স্থমিয়া কি আঁ জা
সিয়াহ্‌ কারানন্দ ।

খলাসে হাফিয অয আঁ
যুল্‌ফে তাব মদার
কি বস্তগানে কামান্দে
তু রুস্তগারানন্দ ॥

১৪

দোশ দীদম কি মলায়ক
দরে ময়খানা যদন্দ
গিলে আদম ৰ সিরশ্‌তন্দ
ৰ বপৈমানা যদন্দ ।

সাকিনানে হরমে সির্‌রে
অফাফে মলকুৎ
বা মনে রাহানশীঁ
বাদা-এ-মস্তানা যদন্দ ।

আসমঁা বারে অমানৎ
ন তবানস্ত কশীদ
কুর্‌রা-এ-ফাল বনামে
মনে দীৰানা যদন্দ ।

মা বা সদ খিরমনে পিন্দার
য রহ চুঁ ন রবেম
চুঁ রাহে আদমে খাকী
বেকে দানা যদন্দ ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতিশে আঁ নীস্ত কি বর
শোলা-এ-অখন্দদ শম্‌অ
আতিশে আনস্ত কি দর
খিরমনে পরবানা যদন্দ।

জংগে হফ্‌তাদ ব দো মিল্লৎ
মহরা উয্‌র্‌ ব নহ
চুঁ ন দীদন্দ হকীকৎ
রাহে অফসানা যদন্দ।

শুক্‌রে এযদ কি মিয়ানে মন
ব উ সুলহফ্‌তদ
হুরীয়াঁ রক্‌স্‌ কুনাঁ
সাগরে শুক্‌রানা যদন্দ।

কস চুঁ হাফিয ন কুশীদ অয
রূখে অন্দেশা নকাব
তা সরে যুল্‌ফে অরূসানে
সুখুন শানা যদন্দ॥

১৫

দস্ত অয তলব ন দারম
তা কামে মন বর আয়দ
য়া জাঁ রসদ ব জানাঁ
য়া জাঁ যূ তন বর আয়দ।

ব কুশাএ তুরবতমরা
বাদ অয ৰফাৎ ৰ বনিগর
কয আতিশে দরূনম
দূদ অয কফন বর আয়দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনুমাএ রূখ কি খঙ্কে
বালা শবন্দ ব হৈ রঁা
কুশাএ লব কি ফরিয়াদ
অয মর্দো যন বর আয়দ।

জঁা বর লবস্ত ব হসরৎ
দর দিল্ কি অয লবানশ
ন গিরফ্তা হেচ কামে
জঁা অয বদন বর আয়দ।

গুফ্তম বখেশ কয বে বরগীর
দিল্ দিলম গুফ্ৎ
কারে কসেস্ৎ ই
বা খেশ্তন বর আয়দ।

হর ইক শিকন য যুল্ফৎ
পঁজাহ শস্ত দারদ
চুঁ ই দিলে শিকস্তা
বা আঁ শিকন বর আয়দ।

বর বুএ-আঁ কি দর বাগ
আয়দ গুলে চুঁ রূ-এ-ৎ
আমদ নসীম ব হরদম
গির্দে চমন বর আয়দ।

বর খেয তা চমন্ রা
অয কামতো ময়ানৎ
হম্ সরো দর বর আয়ৎ
হম্ নাম্বান বরায়ৎ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরদম চুঁ বেৰফায়ঁ।
নতৰঁ। গিরফ্‌ৎ বারে
মা এম ৰ আস্তানশ তা জঁা
য তন বর আয়দ।

গোয়ন্দ কি যিকরে খৈরশ
খেলে ইশ্‌কবাযাঁ
হর জা কি নামে হাফিয
দর অন্‌জুমন বর আয়দ॥

১৬

ইশ্‌ক্‌ বাযী ৰ জৰানী
ৰ শরাবে লালা ফাম
মজলিসে ইন্‌স ৰ হরীফে
হমদম ৰ শুর্বে মুদাম।

সাকী-এ-শক্কর দহান
ৰ মুৎরিবে শীরীঁ সুখন
হম নশীনে নেক কিরদার
ৰ হরীফে নেক নাম।

শাহিদে দর লুৎফো পাকী
রশ্‌কে আবে যিন্দগী
দিল্‌বরে দর হুসনো খুবী
গৈরতে মাহে তমাম।

বাদা-এ-গুলরংগ ৰ তল্‌খ্‌ ৰ
অজব খশ্‌খ্‌ঁরে সুবুক
নুক্লে অয লালে নিগার ৰ
নুক্লে অয য়াকুতে জাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয্‌ম্‌ গাহে দিল্‌কশীঁ চুঁ
কস্রে ফিরদোসে বরীঁ
গুল্‌শনে পীরা মনশ চুঁ
রোযা-এ দার-উস্‌সলাম ।

সফ নশীনাঁ নেক খ্‌ৰাহ
ৰ পেশ্‌কারাঁ বা অদব
দোস্তদারাঁ সাহিবে সির্‌র্‌
ৰ হরীফাঁ দোস্তকাম ।

গম্‌যা-এ-সাকী বয়গ্‌মা এ
খিরদ আহিখ্‌তা তেগ
যুল্‌ফে দিলবর অয বরা এ
সৈদে দিল্‌ গুস্তার্‌দা দাম ।

হর কি ইঁ সোহবতে ন জোয়দ
খুশদিলী বরু-এ-হলাল
ৰ আঁ কি ইঁ ইশ্‌রৎ ন খ্‌ৰাহদ
যিন্দগী বরূ-এ-হরাম ॥

১৭

মুয্‌দা-এ-বস্‌লে তু কু
কয সরে জাঁ বর খেযম
তাইরে কুদ্‌সম ৰ অয
দামে জহাঁ বর খেযম ।

ব ৰিলায়ে তু কি গর
বন্দা-এ-খেশম খানী
অয সরে খ্‌ৰাজগী-এ
কোনো মকাঁ বর খেযম ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর সরে তুরবতে মন
বা ময়-ব-মুৎরিব বনশীঁ
তা ববুএৎ য লহদ
রকৃস্ কুনাঁ বর খেযম।

খেয ৰ বালা ব নু মা
ঐ বুতে শীরীঁ হরকাৎ
কি য সরে জান-ৰ-জহাঁ
দস্ত ফিশা বর খেযম।

গরচি পীরম তু শবে
তংগ্ দর আগোশম কশ
তা সহর গহ্ য কিনারে
তু জবাঁ বর খেযম।

রোযে মর্গম্ নফসে
মোহলতে দীদার বদহ
তা চুঁ হাফিয য সরে
জানো জহাঁ বর খেযম॥

১৮

সুব্হস্ত সাকিয়া কদহ
পুর শরাব কুন
দোরে ফলক দিরেগ
নদারদ শিতাবকুন।

য আঁ পেশতর কি আলমে
ফানী শব্দ খরাঁব
মারা য জামে বাদা-এ
গুলগুঁ খরাব কুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুরশীদে ময় য মশরিকে
সাগর তুলূঅ করদ
গর বর্গে ঐশ মীতলবী
তর্কে খ্‌ৰাব কুন।

রোজে কি চর্খ্‌ অয
গিলে মা কূযাহ কুনদ
যিন্‌হার কাসা-এ-সরে-মা
পুর শরাব কুন।

মা মর্দে যুহদ-ৰ-তোবা
ৰ তামাৎ নীস্ত
বা মা ব জামে বাদা-এ-
সাকী খিতাব কুন।

কারে সবাব বাদা
পরস্তী অস্ত হাফিয
বর খেয ৰ রূ-এ-অয্‌ম্‌
ব কারে সবাব কুন॥

১৯

শাহে শম্‌শাদ কদাঁ
খুসরবে শীরীঁ দহ্‌নাঁ
কি ব মিয্‌গান শিকন্দ্‌
কল্বে হমা সফ শিকনাঁ।

মস্ত বগুযশ্‌ৎ ৰ নযর বর
মনে দরবেশ অন্দাখ্‌ৎ
গুফ্‌ৎ এ চশ্‌মো চরাগে
হমা শীরীঁ সুখনাঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা কে অয সীমো যরৎ
কীসা তিহি খ্‌বাহদ বুদ
বন্দা-এ-মন শব ব বর্‌খুর
য হমা সীম্‌ তনঁ।

কমতর অয যর্‌রা নহ্‌ পস্ত
মশব মোহর বর্বর্য
তা ব খিলবৎগহে
খুরশীদ রসী চর্খ্‌ যনঁ।

পীরে পৈমানা কশে মা
কি রবানশ খুশ বাদ
গুফ্‌ৎ পরহেয কুন অয
সোহবতে পৈমঁা শিকনঁ।

দামনে দোস্ত বদস্ত
আর ব য দুশ্‌মন
মর্দে য়য্‌দাঁ শব ব ঐমন
গুযর অয অহরমনা।

বর জহাঁ তকিয়া মকুন
বর কদহে ময় দারী
শাদী-এ-যুহ্‌রা জবীনঁ
খুর ব নাযুক বদনঁ।

বা সবা দর চমনে
লালা সহর মীঁ গুফ্‌তম
কি শহীদান কে অন্দ্‌ ইঁ
হমা খুনীঁ কফনঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুফ্‌ৎ হাফিয মন-ৰ-তু
মহরমে ইঁ রায ন এম
অৰ ময়ে লাল হিকায়ৎ
কুন ৰ শীরীঁ দহনঁা ॥

২০

ইঁ খিরকা কি মন দারম
দর রহনে শরাব ঔলা।
ব ইঁ দফ্‌তরে বে মানা
গর্কে ময়ে নাব ঔলা!

চুঁ উম্‌রতবাহ করদম চন্দঁা
কি নিগহ করদম
দর কুন্‌জ্‌-এ খরাবাতে
উফ্‌তাদা খরাব ঔলা।

মন হালে দিলে শৈদা
বা খল্‌ক ন খ্‌বাহম গুফ্‌ৎ
ইঁ কিস্‌সা অগর গোয়ম
বা চংগো রবাব ঔলা।

তা বে সরো পা বাশদ
ঔযাঅ-এ-ফলক য ইঁসা
দর সর হবসে সাকী
দর দস্ত শরাব ঔলা।

চুঁ মসলহৎ অন্দেশী
দুরস্ত দরবেশী
হম সীনা পুর আতিশ বে
হমদীদা পুর আব ঔলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছুঁ পীর শৰী হাফিয
অয মেকদা বৈরুঁ শৰ
রিন্দী ব হবস নাকী
দর অহদে শবাব ঔলা ॥

২১

দোশ রফ্‌তেম বদরে
ময়খানা খ্‌ৰাব আলূদা
খিরকা তরদামন
ৰ সজ্‌জাদা শরাব আলূদা।

আমদ অফ্‌সোস কুনঁা
মুগবচ্চা বাদা ফরোশ
গুফ্‌ৎ বেদার শব ঐ
রহ্‌রৰে খরাব আলূদা।

শুস্ত্‌ ব শূ কুন ৰ আঁগহ
ব খরাবাৎ খিরাম
তা ন গরদদ তুইঁ
দৈর খরাব আলূদা।

ব হৰাএ লবে শীরীঁ
দহনঁা চন্দ কুনী
জোহরে রূহ ব য়াকূতে
মুযাব আলূদা।

ব তহারৎ গুঁযরা মনূযিলে
পীরী ব মকুন
খল্‌অতে শৈব ব তশরীফে
শবাব আলূদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্‌নায়ানে রহে ইশ্‌ক্‌
দর ঈ বহরে অমীক
গর্কা গশ্‌তন্দ ব ন গশ্‌তন্দ
বআব আলূদা।

পাক ব সাফী শব ব অয
চহে তবীঅৎ বদর আই
কি সফাহে ন দহদ আতে
তরাব আলূদা।

গুফ্‌তম ঐ জানে জহাঁ
দফতরে গুল এবে নীস্ত
কি শবদ বক্‌তে বহার অয
ময়ে নাব আলূদা।

গুফ্‌ৎ হাফিয বরৌ ব নুক্‌তা
ব য়ারাঁ মফরোশ
আহ অয ঈ লুৎফ্‌ নবা-এ
ইতাব আলূদা॥

২২
রফ্‌তম ব বাগ তা কি
ব চুনেম সহর গুলে
আমদ বগোশ নাগহম
আবাযে বুলবুলে।

মস্‌কী চুঁ মন ব ইশ্‌কে
গুলে গশ্‌তা মুব্‌তলা
ব অন্দর চমন ফগন্দা
ব ফরিয়াদে গুলগুলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মী গশ্‌তম অন্দর আঁ
চমন ব বাগ দম ব দম
মী করদম অন্দর আঁ
গুলো বুলবুল তঅম্মুলে।

চুঁ কর্দ্‌ দর দিলম
অসর আৰাযে অন্দলীব
গশ্‌তম চুনাঁ কি হেচ
ন মানদ তহম্মুলে।

বস গুল শিগুফ্‌তা মী শৰদ
ব ইঁ বাগরা ৰলে
কস বে জফা-এ-খার
ন চীদস্ত অয উ গুলে।

গুল য়ারে খায় গশ্‌তা ৰ
বুলবুল করীনে ইশ্‌ক্‌
আঁ রা তগয়্‌য়ুরে
ন ইঁ রা তগয়্‌য়ুরে।

হাফিয মদার উম্‌মীদে-ফরূখ্‌
অয মদারে চর্খ্‌
দারদ হযার ঐব
ব নদারদ তফয্‌যুলে॥

২৩
যাহিদে খল্‌ৰৎ নশীঁ
দোশ বময়খানা শুদ
অয সরে পৈমা গুযশ্‌ৎ
বর সরে পৈমানা শুদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহিদে অহদে শবাব
আমদা বুদশ বখ্‌বাব
বায ব পীরানা সর আশিক
ব দীবানা শুদ।

মুগবচ্চা মী গুযশ্‌ৎ
রাহযানে অক্‌লোদী
দর পয়ে আঁ আশ্‌না
অয হমা বেগানা শুদ।

আতিশে রুখ্‌সারে গুল
খিরমনে বুলবুল ব সোখ্‌ৎ
চেহরা-এ-খঁন্দানে শম্‌আ
আফতে পরবানা শুদ।

সুফী-এ মজলিস কি দী
জামো কদহ মী শিকস্ত
দোশ ব-ইক-জুর্‌রা-এ-ময়
আকিল ব ফরযানা শুদ।

নর্গিসে বচকী সাকী বে খানদ
আয়তে অফসুঁ গরী
হল্কা-এ-বরাদে মা
গর্দিশে পৈমানা শুদ।

মন্‌যিলে হাফিয কনূঁ
বারগহে কিব্রিইয়াস্ত্‌
দিল্‌ বরে দিলদার রফ্‌ৎ
জাঁ বরে জানানা শুদ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪

দর খরাবাতে মুগাঁ
নূরে খুদা মীবীনেম
ৰ ঈঁ অজব বীঁ চি
নূরে য কুজা মীবীনেম।

জল্‌বা বর মন মফরোশ
ঐ মলিকুলহাজ কি তু
খানা মীবীনী ৰ মন
খানা-এ খুদা মীবীনেম।

খ্‌ৰাহন্‌ অয যুল্‌ফে
বুতাঁ নাফা কুশাঈ কর্দন
ফিক্‌রে দুরস্ত্‌ হমানা
কি খতা মীবীনেম।

সোযে দিল্‌ অশ্‌কে রৰাঁ
আহে সহর নালা-এ-শব
ঈঁ হমা অয অস্‌রে
লুৎফে শুমা মীবীনেম।

হরদম অয রূ-এ-তু
নক্‌শে যনদম রাহে খয়াল
বা কে গোয়ম কি দরীঁ
পর্দা চিহা মীবীনেম।

কস নদীদস্ত্‌ য মুশ্‌কে
খতন ৰ নাফা-এ-চীঁ
আঁ চি মন হর সহর
অয বাদে সবা মীবীনেম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোস্তাঁ ঐবে-নযরবাযী-
এ-হাফিয মকুন
কি মন উরা অয
মুহব্বানে খুদা মীবীনেম ॥

২৫

স্বাদে দীদা-এ-মন শুদ
য আবে চশ্ম বিয়ায
হনোয চন্দ নিগারা
য মন কুনী ঐরায।

বয়া কিনার বগীরেম
ব আস্তী বকুনেম
গুযশ্তা য়াদ চি আরী
মযা মযা মামায

চি তেযীস্ত্ বগম্যা-
এ-চশ্মে উঁ য়ারব
বুরীদ জামা-এ-তকবা
ব গম্যা চুঁ মিক্রায।

চুঁ অক্সে যুল্ফো রুখৎ
দরমিয়ানে চশ্ম উফ্তাদ
গিরফ্ৎ দীদা-এ-মর্দম
অয আঁ স্বদো বিয়াজ।

গযল বকাফিয়া-এ-যাদ
না আয়দ হাফিয
মগর হম অয তু
বআয়দ তবীয়তে ফয়য়ায ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬

গুফ্‌তম কেম দহানো
লবৎ কামরাঁ কুনন্দ
গুফ্‌তা বচশ্‌ম হরচি
তুগোঈ হমা কুনন্দ।

গুফ্‌তম খিরাযে মিস্‌র্‌
তলব মীকুনন্দ লবৎ
গুফ্‌তা দরীঁ মুআমলা
কমতর যিয়াঁ কুনন্দ।

গুফ্‌তম বনুকৃতা-এ-দহনৎ
খুদ কি বুর্দ রাহ
গুফ্‌তা ঈঁ হিকায়তস্ত্‌ কি
বা নুকৃতাদাঁ কুনন্দ।

গুফ্‌তম সনম পরস্ত্‌
মশৰ বা সমদ নশীঁ
গুফ্‌তা বকু-এ-ঈশ্‌ক্‌
হম ইঁ ব হম আঁ কুনন্দ।

গুফ্‌তম হৰা-এ-ময়কদা
গম মীবুর্দ য দিল্‌
গুফ্‌তা খুশ আঁ কসাঁ কি
দিলে শাদমাঁ কুনন্দ।

গুফ্‌তম শরাবো খিরকা
ন আইনে মযহবস্ত্‌
গুফ্‌তা ঈঁ অমল ব মযহবে
পীরে মুগাঁ কুনন্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুফ্‌তম য লালে নোশ
লবাঁ পীর্‌রা চি শৰদ
গুফ্‌তা ব বোসা-এ
শকৃকরীনশ জবাঁ কুনন্দ ।

গুফ্‌তম কি খ্‌ৰাজা কে
বসরে হুজ্‌লা মীরৰদ
গুফ্‌ৎ আঁ যমাঁ কি মুশ্‌তরী
ৰ মাহ করীঁ কুনন্দ ।

গুফ্‌তম দুআ-এ-দৌলতে
তু ৰির্দে হাফিযস্ত্‌
গুফ্‌ৎ ঈঁ দুআ মলায়কে
হফ্‌ৎ আস্‌মাঁ কুনন্দ ॥

২৭

সাকী হদীসে সরো
গুলো-লালা মীরৰদ
ৰ ঈঁ বহস বা সলাসা
গস্‌সালা মীরৰদ ।

ময় দহ্‌ কি নো অরুসে
চমন হদ্দে হুস্‌ন্‌ য়াফ্‌ৎ
কারে ঈঁ যমাঁ য সন্‌অতে
দল্‌লালা মীরৰদ ।

শকৃকর শিকন শৰন্দ
হমা তুতীয়ানে হিন্দ
য ঈঁ কন্দে পারসী কি
ব বঙ্গালা মীরৰদ ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদে বহার মীৰৱযদ
অয বোস্তানে শাহ্
ৰ য যালা বাদা দৱ
কদহে লালা মীৰৰদ।

আঁ চশ্‌মে-যাদুৰানা
আবিদ ফৱেব বীঁ
কশ কাৰৰানে সহৱ
বদুম্‌বালা মীৰৰদ।

খী কৰ্দা মীখিৰামদ
ৰ বৱ আৰিযে সমন
অয শৰ্মে ৱু-এ-উ অৰ্ক্
অয যালা মীৰৰদ।

ঐমন মশৰ য ইশ্‌ক্-এ
দুনিয়া কি ঈঁ অযূয
মক্‌কাৰা মীনশীনদ
ৰ মুহ্‌তালা মীৰৰদ।

চুঁ সামৰী মবাশ কি
যৱ দাদ অয খৱে
মুসা বহুশ্‌ৎ ব অয
পএ-গৌসালা মীৰৰদ।

হাফিয য শৌকে মজলিসে
সুল্‌তাঁ গিয়াসুদ্দীন
খামশ মশব কি কাৰে
তু অয নালা মীৰৰদ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৮

কঁনূ কি দর চমন আমদ
গুল অয আদম বৰযূদ
বনফ্‌শা দর কাদমে-উ
নিহাদ সর বসযূদ।

বনোশ যামে স্থবুহী
ব নালা-ৰ-দফ-ৰ-চঙ্গ্‌
ববোস গবগবে সাকী
বনগ্‌মা-এ নৈ-ৰ-উদ।

ব বাগ তযা কুন
আঈনে দীনে যরদুশ্‌ৎ
কঁনূ কি লালা বর
অফরোখ্‌ৎ অতিশে নমৃরূদ।

য দস্তে শাহিদে সীমীঁ
ইযার ঈসাদম
শরাব নোশ ৰ রিহা কুন
কিস্‌সা-এ-আদ-ৰ-সমূদ।

যহাঁ চুঁ খুল্‌দে বঁরী শুদ
বদৌরে সোসন-ৰ-গুল
ৰলে চি স্থদ কি দর বে
ন মুমকিনস্ত্‌ খলূদ।

শুদ অয ফরোগে রিয়াহীঁ
চুঁ আস্‌মাঁ গুলশন
য এমনে-অখ্‌তরে মৈমুন
ৰ তালেঅ মস্‌উদ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চু গুল সবার শবদ
বর হব-এ-সুলেমাঁ বার
সহরগহ মুর্গ দর
আয়দ বনগ্‌মা-এ-দাউদ

বদোরে-গুল মনশীঁ বে
শরাব-ব-শাহিদ-ব-চঙ্গ্‌
কি হম্‌চু দৌরে-বকা
হফ্‌তা বুদ মাদুদ।

বয়ার যামে লবালব
বয়াদে আসিফে অহদ
ব যেরে মুল্‌কে সুলেমাঁ
ইমাদে দীঁ মহমুদ।

বুদ কি মজলিসে হাফিয
বৈমুনে তরবীয়তশ্‌
হর আঁ চি মী তলবদ
জমুলা বাশদশ মৌজূদ॥

২৯

বুলবুলে বর্গে গুলে খুশরঙ্গ্‌
দর মিন্‌কার দাশ্‌ৎ
ব অন্দর আঁ বর্গো নবা খুশ
নালহা-এ যার দাশ্‌ৎ।

গুফ্‌তমশ দর ঐন ফস্‌লে
ঈঁ নালা-ব-ফরিয়াদ চীস্ত্‌
গুফ্‌ৎ মারা জল্‌বা-এ-মাশুক
দরীঁ কার দাশ্‌ৎ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়ার গর ননিশস্ত্ বা মা
নীস্ত্ যা-এ-এতরায
পাদশাহে কামরাঁ বূদ
অয গদায়াঁ আর দাশ্ৎ

আরিফে কূ সৈর কর্দ
অন্দর মকামে নেস্তী
মস্ত্ শুদ চুঁ মস্তে অয
আলমে অস্রার দাশ্ৎ।

দর নমী গীরদ নিরায-ৰ
ইজ্য-এ মা বা হুস্নে দোস্ত্
খুর্রম আঁ কি য নাযনীনাঁ
বখ্তে বরখুরদার দাশ্ৎ।

খেয তা বর কিল্কে আঁ
নকক্শ যাঁ অফশাঁ কুনেম
কীঁ হমা নক্শে অজব দর
গর্দিশে পরকার দাশ্ৎ।

গর মুরীদে রাহে ইশ্কী
ফিক্রে বদনামী মকুন
শৈখে সন্আঁ খিরকা রহ্নে
খানা-এ-খুম্মার দাশ্ৎ।

বক্তে আঁ শীরীঁ কলন্দর
খুশ কি দর অৎৰারে সৈর
যিক্রে তস্বীহে মলক দর
হল্কা-এ-যুন্নার দাশ্ৎ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চশ্‌মে হাফিয যেরে বামে
কস্‌রে আঁ হুরী সিরশ্‌ৎ
শেৰা-এ-যিন্নাতে তয়রী
এ-তহতহা উল্লা নিহার দাশ্‌ৎ ॥

৩০

খুশ শিরায ৰ বযঅ
এ-বে মিসালশ
খুদাৰন্দা নিগহদার
অয যৰালশ।

য রুকৃনাবাদে মা
সদ লৌহশ উল্লাহ
কি উম্রে খিয্‌র্
মীবখ্‌শদ যুলালশ।

মিয়ানে যাফরাবাদ
ৰ মুসল্লা
অবীর আমেয
মীআয়দ শুমালশ।

বশীরায আই ৰ
ফৈযে-রুহে-কুদ্‌স্
বখ্‌ৰা অয মর্দমে
সাহিব ফমালশ।

কে নামে কন্দে মিস্রী
বুর্দ আঁ যা
কি শীরীন্‌ নদাদন্দ
ইন্‌ফাঅলশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবা য আঁ লুলী
এ শনৃগুলে সরমসৎ
চি দারী আগ্রহী
চুনস্ত হালশ।

মকুন বেদার অয ইঁ
খ্‌বাবম খুদারা
কি দারম হসরতে
খুশ খ্‌য়ালশ।

গর আঁ শীরীঁ পিসর
খুনম বরেযদ
দিলা চুঁ শীরে
মা দর কুন হলালশ।

চিরা হাফিয চু
মী তরসীদী অয হিয্‌র্
ন কর্দী শুক্‌রে
অয্‌য়ামে বিসালশ॥

৩১

দিগর য শাখে সব-এ-সহী
বুলবুলে সবুর
গুল বাঁগ যদ কি চশ্‌মে বদ
অয রু-এ-গুল বদ্‌দুর।

অয গুল্ বগুক্‌রে আঁ কি
শিগুফ্‌তী বকামে দিল
বা বুলবুলানে বেদিলে শৈদা
মকুন গুরুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অয দস্তে গৈবতে তু
শিকায়ৎ নমী কুনম
তা নীস্ত্ গৈবতে
নদহদ লয্যতে হুযুর।

যাহিদা গর বহুরো কসুর
অস্ত্ উম্মীদৰার
মারা শরাবখানা
কসুরস্ত্ ৰ য়ার হুর।

গর দীগরাঁ ব ঐশো-তরব
খুররমন্দ ৰ শাদ
মারা গমে নিগার বুদ
মায়া-এ-সুরুর।

ময় খুর বয় বঁঙ্গে চঙ্গ্
ৰ মখুর গুস্সা ৰর কসে
গোয়দ তুরা কি বাদা মখুর
গো হু উল্ গফুর।

হাফিয শিকায়ৎ অয
গমে হিজ্রাঁ কি মীকুনী
দর হিজ্র্ ৰস্ল্ বাশদ
ৰ দর যুল্মস্ত নুর॥

৩২

হাতি ফে অয গোশা-
এ-ময়খানা দোশ
গুফ্ৎ ববখ্শৰদ
গুনাহ ময়বনোশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফ্‌বে ইলাহী
বকুনন্দ কারে খেশ
মুয্‌দা-এ-রহমত
বরসানদ সরোশ।

ই খির্দৈ খাম
বময়খানা বর
তা ময়ে লাল
আৰর্দশ খুঁ বজোশ

গর্‌চে ৰিসালশ ন
ব কোশিশ দহন্দ
হর কদর অয় দিল
কি তৰানী বকোশ।

অফ্‌ৰে খুদা বেশতর
অয জুর্মে মাস্ত্‌
নুকৃতা-এ-সরবস্‌তা
চি গৌঈ খমোশ।

গোশে মন ৰ হল্‌কা
এ-গেসু-এ-য়ার
রূ-এ-মন ৰ খাকে
দরে মরফরোশ।

রিন্দী-এ-হাফিয ন
গুনহেস্ত্‌ সৈব
বা করমে পাদশহে
ঐবপোশ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৩

সহর চু বুলবুলে বেদিল
দমে শুদম দর বাগ
কি তা চু বুলবুলে বেদিল
কুনম ইলাজে দিমাগ।

বচেহ্‌রা-এ-গুলে স্বরী
নিগাহ মীর্কদম
কি বুদ দর শব তারে
বরৌশনী চু চিরাগ।

চুন্‌ঁ বহুস্‌নো জবানী-এ-
খেশতন মগরুর
কি দাশ্‌ৎ অয দিলে বুলবুল
হযারগুনা ফরাগ।

কুশাদা নর্গিসে রানা
বহসদ অবে অয চশ্‌ম্‌
নিহাদা লালা-এ-হমরা
বজানো দিল সদ দাগ।

জুঁবা কশীদা চু তেগে
বসর য়নশ সোসন
দহঁা কুশাদা শকায়ক
চু মর্দমানে নবাগ।

একে চু বাদা পরস্তঁা
স্বরাহী অন্দর দস্ত
একে চু সাকী-এ-মস্তঁা
বকফ গিরফ্‌তা অয়াগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশাতো-ঐশে-জবানী
চু গুল গনীমৎ দার
কি হাফিয ববুদ বর
রসুল গৈর বলাগ ॥

৩৪

হযার দুশ্‌মনম অর
মী কুনন্দ কস্‌দে হলাক
গরম তু দোস্তী অয
দুশ্‌মনাঁ ন দদারম বাক।

মরা উম্‌মীদে বিসালে-তু
যিন্দা মীদারদ
বগরনা হরদমম অয
হিজ্‌রতস্ত বীমে হলাক।

নফস নফস অগর অয
বাদ নশুনূম বুয়ৎ
যমাঁ যমাঁ কুনম অয গম
চু গুল গরেবাঁ চাক।

রবদ বখ্‌বার দো চশ্‌ম্‌
অয খয়ালে তু হেয়াৎ
বুদ সবুর দিল অন্দর
ফিরাকে তু হাশাক।

অগর তু যখ্‌ম্‌ যনী
বে কি দিগরে মরহম
ব গর তু যহ্‌র দহী
বে কি দিগরে তিরয়াক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুরা চুনাঁ কি তুই
হর নযর কুজা বীনদ
ব কদ্রে বীনশে খুদ
হর কসে কুনদ ইদ্‌রাক।

ইনাঁ ন পেচম অগর
মী যনী ব শমশীরেম
সুপর কুনম সর বদস্তৎ
নদারম অয ফিৎরাক।

ব চশ্‌মে খল্ক অযীয আঁ
গহে শবী হাফিয
কি বদরশ বনিহী
রু-এ-মিস্কনৎ বর খাক॥

৩৫

রোযে বস্‌লে দোস্ত্‌ দারাঁ য়াদবাদ
য়াদ বাদ আঁ রোযগারাঁ য়াদবাদ

কামম অয তলখী-এ-গম চূঁ বহর গশ্‌ৎ
বাঁগে নোশে বাদাখারাঁ য়াদবাদ।

গরচি য়ারাঁ ফারিগন্দ অয য়াদে মন
অয মন ঐশাঁ রা হযারাঁ য়াদবাদ।

মব্‌তলা গশ্‌তম দরীঁ দাম-এ-বলা
কোশিশে আঁ হক গুযারাঁ য়াদবাদ।

গরচি সদ রবদস্ত্‌ দর চশ্‌মম্‌ রবাঁ
জিন্দা রবদ-এ বাগকারাঁ য়াদবাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যআঁ সারে যুল্‌ফো রুখে গুল্‌ফামে উ
রোযো শব ঐ গুল্‌ইযারাঁ য়াদবাদ।

ঈঁ যমাঁ দর কস ৰফাদারী নমানদ
য আঁ ৰফাদারাঁ ৰ য়ারাঁ য়াদবাদ।

মন কি দর তদ্‌বীরে গম বেচারা অম
চারা-এ-আঁ গমগুসারাঁ য়াদবাদ।

রাযে হাফিয বাদ অয ঈঁ নাগুফ্‌তা বে
ঐ দরেগ অয রাযদারাঁ য়াদবাদ॥

৩৬

মুয্‌দা অয় দিল
মসীহা নফসে মীআয়দ
কি য অনফাসে খুশশ
বু-এ-কসে মীআয়দ।

অয গমো দর্দ মকুন
নালা ৰ ফরিয়াদ কি দোশ
যদাঅম ফালে ৰ
ফরিয়াদ রসে মীআয়দ।

য আতিশে ৰাদী
এ-ঐমন ন মনম্‌ খুর্‌রম কি বস
মুসা ই জা বা উম্মীদে
কব্‌সে মীআয়দ।

হেচকস নীস্ত্‌ কি দর
কু-এ-ৎ অশকারে নীস্ত্‌
হরকস ই জা বা উম্মীদে
হৰসে মীআয়দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কস নদানস্ত্ কি মন্‌যিল
গহে মকসুদ কুজাস্ত্
ই কদর হস্ত্ কি
আবাযে জরসে মীআয়দ।

জর্‌রা দহ কি বময়খানা
এ-অরবাব-এ-করম
হর হরীফে য পয়ে
মুল্‌তমসে মীআয়দ।

খবরে বুলবুলে ই বাগ
মপুরসীদ কি মন
নালা-এ-মী শনুম
কয কফসে মীআয়দ।

য়ার দারদ সরে সৈদে
দিলে হাফিয য়াঁ
শাহবাযে বশিকারে
মগসে মীআয়দ॥

৩৭
ঐশম মুদামস্ত্
অয লালে দিলখাহ
কারম বকামস্ত্
অলহমদুল্লাহ।

অয় বখ্‌তে-সরকশ
তংগশ ববরকশ
কি জামে যরকশ
গহ লালে দিলখাহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারা বমস্তী অফসানা
কর্দন্দ
পীরানে জাহিল শৈখানে
গুমরাহ।

অয কৌলে যাহিদ
কর্দেম তৌবা
ৰ য ফালে আবিদ
অস্তকাফুরল্লাহ।

জানা চি গোয়ম
শিরহে ফুরাকত
চশ্‌মে ৰ সদনম
জানে ৰ সদ আহ।

কাফির মবীনাদ ঈঁ
গম কি দীদাস্ত্‌
'অয কামতে সর্ব
অয আরিযতে মাহ

অয সহ্‌রে আশিক
খুশতর ন বাশদ
সব্‌র্‌ অয খুদা খুৰাহ
সব্‌র্‌ অয খুদা খৰাহ।

দিল্‌কে মুলম্মা
যুন্নারে বাহস্ত
সুফী নদানদ ঈঁ
রস্‌মো ঈঁ রাহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৌকে রুখৎ বুর্দ
অয় য়াদে হাফিয
ৰির্দে শবানা
ৰির্সে সহরগাহ ॥

৩৮

গর যুল্‌ফে পরেশানৎ
দর দস্তে সবা উফ্‌তদ
হর জা কি দিলে বাশদ
বরবাদে হৰা উফ্‌তদ।

মা কশ্‌তী-এ-সব্রে
খুদ দর বহরে গম আফ্‌গন্দম
তা আখির অযীঁ তুফাঁ
হর তখ্‌তা কুজা উফ্‌তদ।

হর কস বতমন্না-এ-ফাল
অয রুখে তূ গীরদ
বর তখ্‌তা-এ-ফীরোযী
তা কুর্‌া কিরা উফ্‌তদ।

আঁ বাদা কি দিল্‌হারা
অয গম দহদ আযাদী
পুর খুনে জিগর গর্দদ
চুঁ জাম বমা উফ্‌তদ।

গর যুল্‌ফে সিয়াহৎরা
মন মুশ্‌কে খতন গুফ্‌তম
দর তাব মশৰ জানাঁ দর
গুফ্‌তা খতা উফ্‌তদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হালে দিলে হাফিয শুদ
অয দস্তে হযরত
চুঁ আশিকে সর গর্দাঁ
কষ দোস্ত্ জুদা উফ্তদ

৩৯

ইশ্কে তু নিহালে হৈরৎ আমদ
বস্লে তু কমালে হৈরৎ আমদ।

বস গর্কা-এ-হালে বস্ল্ কি আখির
হম বাসরে হালে হৈরৎ আমদ

ন বস্ল্ বমানদ ব ন বাসিল
আঁ জা কি খয়ালে হৈরৎ আমদ।

আঁ দিল্ বনুমা কি দর রহে উ
বর চেহরা ন খালে হৈরৎ আমদ।

শুদ মহতরম অয কমালে ইয্যৎ
আঁ জা কি জলালে হৈরৎ আমদ।

সর তা কদম্ বজ্দে হাফিয
দর ইশ্কে নিহালে হৈরৎ আমদ॥

৪০

নসীমে-সুব্হ সআদত
বগঁ নিশাঁ কি তু দানী
খবর বকু-এ ফুলাঁ বর
বদাঁ জুঁবা কি তু দানী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তূ পীকে হযরতে শাহী
মুরাদ ৰ দীদা বরাহত
করম নুমা ৰ বফরমা
খবর চুনাঁ কি তূ দানী।

বগো কি জানে-যঈফম
য দস্ত রফ্ত খুদারা
য লালে-রূহে-ফযায়ত
ববখ্শ্ অযাঁ কি তূ দানী।

মন ঈঁদো হর্ফ নৰশ্তম
চুনাঁ কি গৈর নদানস্ত
তূ হম য রূ-এ-করামত
চুনাঁ বযাঁ কি তূ দানী।

খয়ালে-তেগে-তূ বা মন
হদীসে-তশ্না ৰ-আবস্ত
অসীরে ইশ্ক চু ফর্দী
বকোশ চুনাঁ কি তূ দানী।

উম্মীদে দর কমরে-যর
কশত চিগুনা ববদেম
দকীকা অস্ত নিগারা
দরাঁ মিয়াঁ কি তূ দানী।

একেস্ত তুর্কী ৰ তাযী
দরীঁ মুআমলা হাফিয
হদীসে ইশ্ক বফঁকুন
বহর জুবাঁ কি তূঁ দানী॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪১

অয় কি দারম বখেশ মগরুরী
গর তুরা ইশ্‌ক্ নীস্ত্ মাযুরী।

গির্দে দীবানগানে ইশ্‌ক্ মগর্দ
কি বঅক্লে অকীলা মশ্‌হুরী।

মস্তী-এ-ইশ্‌ক্ নীস্ত্ দর সরে তু
রৌ কি তু মস্তে আবে অঙ্গুরী।

রু-এ জর্দস্ত্ ব গাহে দর্দ আলুদ
আশিকারাঁ গবাহে রন্‌জুরী।

বগুযর অয নঙ্গ-ব নামে খুদ হাফিয
সাগরে ময় তলব কি মখ্‌মুরী॥

৪২

বুতা বা মা গুযার ঈঁ কীনা দারী
কি হকে সোহবতে দৈরীনা দারী।

নসীহৎ গোশ কুন কীঁ দুর্‌র্ বসে বে
অয আঁ গৌহর কি গন্‌জীনা দারী।

ব লেকিন কে নুমাই বরিন্দাঁ
তু কি য খুরশীদো মহ আঈনা দারী।

বদে-রিন্দাঁ মগো ঐ শৈখ হুশদার
কি বা হুকমে খুদাএ কীনা দারী।

ন মা তরসী য আহে আতিশ নেম
তু দানী খিরকা-এ-পশমীনা দারী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব ফরিয়াদে খুমারে মুফলিসাঁ বস
খুদারা গর ময়ে দোশীনা দারী।

ন দীদম খুশতব অয শেরে-তু হাফিয
ব কুর্‌রানে কি অন্দর সীনা দারী॥

৪৩

সহরগাহে কি মখ্‌মূরে শবানা
গিরফ্‌তম বাদা বা চঙ্গো চগানা।

নিহাদম অক্‌ল্‌রা জাদে রহ অয ময়
য শহরে হস্‌তীশ কর্দম্‌ রবানা।

নিগায়ে ময়ফরোশম্‌ ইশ্‌বা দাদ
কি ঐমন গশ্‌তম্‌ অয মক্রে যমানা।

য সাকী-এ-কমাঁ অব্র শুনীদম
কি ঐ তীরে-মলামৎ রা নিশানা।

ন বন্দী য আঁ মিয়াঁ তরফে কমরবার
অগর খুদ্‌রা ববীনী দর মিয়ানা।

বরৌ ঈঁ দাম বর মুর্গে দিগরনা
কি অন্‌কা রা দূরস্ত্‌ আশিয়ানা।

নদীমো-মুত্রিবো-সাকী হমা উস্ত্‌
খয়ালে-আগো গিল দর রহ বহানা।

কি বন্দদ তরফে-বস্‌ল্‌ অয হুস্‌নেশাহে
কি বা খুদ ইশ্‌ক্‌ বর্জদ জাবেদানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদহ কিশ্‌তী-এ-ময় তা খুশ্‌ বরআরেম
অয ঈঁ দরিয়া-এ-না পৈদা কিরানা।

সরা খালীস্ত্‌ অয বেগানা ময়নোশ
কি বুদ জুয তূ ঐ মর্দে য়গানা।

ৰজ্‌দে-মা যুঅম্মা য়েস্ত্‌ হাফিয
কি তহকীকশ্‌ ফস্নস্ত ৰ ফসানা॥

৪৪

দোস্তাঁ ৰকৃতে গুল আঁ
বে কি বইশ্রৎ কোশেম
সুখনে পীরে মুগানস্ত্‌
বয়াঁ ময় নোশেম।

নীস্ত্‌ দর কস করম ৰ
বফ্‌তে তরব মীগুযরদ
চারা আনস্ত্‌ কি
সজ্‌জাদা বময় ফরোশেম।

খুশ হৰা-অস্ত্‌ ফরুখ
বখ্‌শ্‌ খুদায়া বফরস্ত্‌
নাজনীনে কি বরুয়শ
ময়ে গুলগুঁ নোশেম।

অর্গনুঁ সায ফলক
রহযনে অহ্‌লে হুনরস্ত্‌
চুঁ অযীঁ গুস্‌সা ননালেম
ৰ চিরা বখরোশেম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুল বজোশ আমদ
ব অয ময় ন যদেমশ আহে
লাজিরম য
আতিশে হিরমানে হবস মীজোশেম ।

মীকশেম অয কদহে
বাদা শরাবে মৌহুম
চশ্‌মে বদ দুর কি বে ময়
ব মুতরিব দর জোশেম।

হাফিয ই হালে অজব
বা কে গুফ্‌ত কি মা
বুলবুলাঁনেম কি দর
মোসমে গুল খামোশেম।

৪৫

(১)

অলা ঐ আহূ-এ-বহ্‌শী কুজাঈ
মরা বা তূস্ত্‌ বিস্‌য়ার আশ্‌নাঈ।

দো তন্‌হা ব দো সরগর্দানে বেকস
দো রাহ অন্দর কমীঁ অয পেশো অযপস।

বয়া তা হালে য়ক দীগর ববীনেম
যমানে পেশে-য়ক দীগর নশীনেম।

হদীসে-দর্দে-দূরী রা নখানেম
মুরাদে হম বজোয়েম অর তবানেম।

কি মীবীনেম দরীঁ দশ্‌ৎ মশব্‌বশ
চরাগাহে নদারম খুব্‌রম ব খুশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মগর খিযরে মুবারক পৈ দর আয়দ
য ঐমন হিম্মতশ্ ঈঁ রহ্ সর আয়দ ॥

(২)

মগর ৰখ্তে আতা পরবর্দন আমদ
কি ফালম লা তযরনী ফর্দন আমদ।

কি রোষে রাহ্রাৰে দর সরযমিনে
হমি গুফ্ৎ ঈঁ মুঅম্মা বা করীনে।

কি অয় সালিক চি দর অম্বানা দারী
বয়া দামে বন্হ গর দানা দারী।

জবাবশ্ দার ৰ গুফ্ৎ দানা দারম
ৰলে সৈ মুর্গ মী বায়দ শিকারম।

বগুফ্তা চূঁ বদশ্ৎ আরী নিশানশ্
কি অয মা বে নিশানস্ত্ আশিয়ানশ্।

বগুফ্তা গর্চে ঈঁ অম্রে-মুহালস্ত্
ৰ লেকিন নাউম্মিদী হম ৰবালস্ত্ ॥

(৩)

নকর্দ আঁ হম্দমে দৈরীঁ মুদারা
মুসলমানঁ। মুসলমানঁ। খুদারা।

চুনঁ। পেরহন যদ তেগে জুদাই
কি গোঈ খুদ নবূদাস্ত্ আশ্নাঈ।

বরফ্ৎ ৰ তব্অ-এ-খুশবাশম হযীঁ কর্দ
বিরাদর বা বিরাদর চুনীঁ কর্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মগর খিয্‌রে মুবারক পৈ তৰানদ
কি ঈঁ তন্‌হা বা তন্‌হা রসানদ ॥

(৪)

চুঁ আঁ সর্বে-রৰঁা শুদ কারৰানী
বগুফ্‌তা সব্‌র্‌ কুন তা মী তৰানী।

মদহ্‌ জামে ময় ৰ পা-এ-গুল অয দস্ত্‌
ৰলে গাফিল মশৰ অয চর্খে বদমস্ত্‌ ।

লব সর চশ্‌মা ৰ বর তর্‌ফে জ্‌এ ।
নম অশ্‌কে ৰ বা খুদ গুফ্‌ৎগূএ ।

ব য়াদে রফ্‌তগাঁ ৰ দোস্তদারাঁ
তৰাফুক কুন তূ বা অব্রে বহারাঁ।

চুঁ মন মাহে কিল্‌ক্‌ আরম বতহরীর
তূ অয নূর ৰ অলকলম মী পুরস তফসীর ।

রৰঁারা বাখিরদ দর হম শিরশ্‌তন্দ
ৰ য আঁ তুখ্‌মে কি হাসিল বুদ কিশ্‌তন্দ ।

বয়াৰর নকৃহতে যআঁ তীবে উম্মীদ
মশামে জাঁ মুঅৎতর সায জাৰেদ।

কি ঈঁ নাফা য চীনে যুল্‌ফে হূরস্ত্‌
ন য আঁ আহু কি অয মর্দুম নিখ্‌রস্ত ॥

৪৬

দর্দে ইশ্‌কে কশীদা
অম কি মপুরস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যহরে হিজরে চশীদা
অম কি মপুরস।

গশ্‌তা অম দর
জহান ৰ আখিরকার
দিল্‌বরে বরগুযীদা
অম কি মপুরস।

আঁ চুনাঁ দর হৰা
এ-খাকে দরশ
মীরৰন্দ আবে
দীদা-অম কি মপুরস

বে তুর দর কুল্‌বা
-এ গদাই-এ-খেশ
রঞ্জ্‌হা-এ-কশীদা
অম কি মপুরস।

মন বগোশে খুদ
অয দহানশ দোশ
সুখনানে শুনীদা
অম কি মপুরস।

সু-এ-মন লব চি
মীগুযী কি মীগোঈ
লবে লালে গুযীদা
অম কি মপুরস।

হম চু হাফিয গরীব
দর রহে ইশ্‌ক্‌

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব মকামে রসীদা
অম কি মপুরস ॥

৪৭

দমে বা গম বসব বুর্দন
জহাঁ য়কসর নমী অরযদ
ব ময় ফরোশ দিল্‌কে মা
কি য ঈঁ বেহতর নমী অরযদ।

বকু-এ-ময়ফরোশানশ
ব জামে ময় বর নমী গীরন্দ
যহে সজ্‌জাদা-এ-তকবা
কি য়ক সাগর নমী অরযদ।

শিকোহে-তাজে-সুল্‌তানী
বীমে জাঁ দর উ দর্যস্ত্‌
কুলাহে দিল্‌কশস্ত্‌
অমা বদর্দে সর নমী অরযদ।

রকীবম সর যনশ্‌হা কর্দ
কযীঁ বাব সর বর তাব
চি উফ্‌তাদ ঈঁ সরে মারা
কি খাকে দর নমী অরযদ।

তুরা আঁ বে কি রু-এ-খুদ
য মুশ্‌তাকাঁ বপোশানী
কি সৌদা-এ জুহাঁদারী
গমে লশ্‌কর নমী অরযদ।

দয়ারো য়ার মর্দুম রা
মুকয়্‌য়দ মীকুনন্দ বরনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চি জা-এ-পারস ক ঈঁ
মেহনত জহাঁ য়কসর নমী অরযদ।

বস আসাঁ মীনমুদ অব্‌বল
গমে দরিয়া ব রু-এ-সুদ
গলৎ গুফ্‌তম কি হর মৌজশ
হসদ গৌহর নমী অরযদ।

ব রৌ গঞ্জে কনাঅৎ জু
কুঞ্জে আফিয়ত বনশীঁ
কি য়কদম তঙ্গ্‌দিল বুদন
ব বহ্‌রো বর নমী অরযদ।

চুঁ হাফিয দর কনাঅৎ কোশ
ব অয দুনিয়া-এ-দুঁ বগুযর
কি য়ক জো-এ-মঙ্গ্‌তে দো নাঁ
বসদ মন যর নমী অরযদ ॥

৪৮

সবা অগর গুযরে উফ্‌তদ
ব কিশ্‌বরে দোস্ত্‌
বয়ায় নফ্‌হ-অয গেসু-এ-
মুঅম্‌বরে দোস্ত্‌।

বজানে উ কি বগুক্‌রানা
জাঁ বর অফশানম
অগর বসু-এ-মন আরী
পয়া মে অয বরে দোস্ত্‌।

ব গর চুনাঁ চে দর আঁ হযরতৎ
ন বাশদ বার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরাএ দীদা বয়াৰর গুবারে
অয দরে দোস্ত্

মনে গদা ৰ তম্মনা-এ-
ৰস্লে উ হেহাত
মগর বখ্ৰার ববীনম জমালো
মঁন্য্রে দোস্ত্ ।

দিলে সনোবরেম হমচু
বেদ লরযাঁস্ত্
য হসরতে কদো বালা-এ চুঁ
সনোবরে দোস্ত্ ।

অগরচে দোস্ত্ বচীযে
নমী খিরদ মারা
বআলমে নফরোশেম
ম-এ-অয-সরে দোস্ত্ ।

চি উয্রহা য সগে কু-এ-তু
তৰানম খাস্ত্
অগর শবে বতৰানম
বুদ বর দরে দোস্ত্ ।

চি বাশদ অর শৰদ অয
কৈদে-গম দিলশ আযাদ
চু হস্ত্ হাফিয-এ মসকীন
গুলামো চাকরে দোস্ত ॥

৪৯

মরহবা তাইরে ফুরুখ রুখ
ফুরখন্দা পয়াম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খৈর মকদম চি খবর
য়ার কুজা রাহ কুদাম।

য়া রব ঈঁ কাফিলা রা
লুৎফে অযল বদর্কা বাদ
কি অয উঁ খসম বদাম
আয়দ ব মাশুকা বকাম।

মাজরা-এ-মন-ব মাশুক
মরা পায়ঁা নীস্ত্
হর চি আগায নদারদ
ন পযীরদ অঞ্জাম।

গুল য হদ বুর্দ তন্অম
য করম রুখ বনুমায়
সরো মী নাযদ ব খুশ নীস্ত্
খুদারা বখিরাম।

মুর্গে রুহম কি হমীঁ যদ
য সরে সিদ্রা সফীর
আকবত দানা-এ-খালে তু
ফগন্দশ দর দাম।

যুল্ফে দিল্দার চু যুন্নার
হমী ফরমায়দ
বরো ঐ শৈখ কি শুদ
বর তনম্ ঈঁ খিরকা হরাম

হাফিয অর মীলে বার রু-এ-তু
দারদ শায়দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জা-এ দর গোশা-এ-মহরাব
কুনন্দ অহলে কলাম ॥

৫০

গুফ্‌তম কি খতা করদী
ব তদ্‌বীর ন ই বুদ
গুফ্‌তা চি তবা কর্দ
কি তক্‌দীর চুনীঁ বুদ।

গুফ্‌তম কি খুদা দাদ
মুরাদত ব বিসালশ
গুফ্‌তা কি মুরাদম
ব বিসালশ ন হমী বুদ

গুফ্‌তম কি করীনে বদত
অফগন্দ বদীঁ রোয
গুফ্‌তা কি মরা বখ্‌তে
বদে খেশ করীঁ বুদ।

গুফ্‌তম য মন ঐ মাহ
চিরা মেহর বুরীদী
গুফ্‌তা কি ফলক বা মনে বদ
মেহর বকীঁ বুদ।

গুফ্‌তম কি বসে জামে তরব
খু রদী অযিঁ পেশ
গুফ্‌তা কি শিফা দর কদহে
বায পসীঁ বুদ।

গুফ্‌তম কি বসে খতে জফা
বর তু কশীদন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুফ্‌তা হমা আঁ বুদ
কি বর লোহে জবীঁ বুদ।

গুফ্‌তম কি ন ৰকৃতে
সফরত বুদ চুনীঁ যুদ
গুফ্‌তা কি মগর
মস্‌লিহতে ৰকৃৎ চুনীঁ বুদ।

গুফ্‌তম কি হাফিয
ব চি ইল্লত শুদা দূর
গুফ্‌তা কি হমা ৰকৃৎ
মুরাদহিয়া ঈঁ বুদ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~